Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুর্শেদা বেগম

রোলঃ 227021452

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুর্শেদা বেগম

রোলঃ 227021452

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুর্শেদা বেগম, আইডিঃ 227021452বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মুর্শেদা বেগম

আইডিঃ 227021452

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত 1

ইলমের সংজ্ঞা 1

ইলমের হাকিকত....................4

ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয় 7

কোন ইলম শিক্ষা করা ফরয 9

মুমিন হতে হলে ইলম জরুরী 10

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত.................... 10

যে সব জ্ঞান ইলমে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত.................... 16

কুরআন হাদীসের আলোকে ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব 18

ইলম অনুযায়ী আমল.................... 24

নিয়ত বিশুদ্ধ করা.................... 26

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি 28

ইলমের ক্ষেত্রে ‘কানাআত’ বর্জনীয় 32

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা.................... 34

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইলমের ফযীলত 37

হাদীসে বর্ণিত ইলমের ফযীলত.................... 40

আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব 43

কুরআন-সুন্নাহর ইলম কেন কল্যাণময়.................... 49

বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 56

সালাফের জীবন থেকে কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত.................... 60

ইলম শিক্ষার্থী কিয়ামতের দিন আমির হিসেবে উত্তীর্ণ হবে 62

আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা : 64

ইল্ম অর্জনকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা 65

প্রকৃত ইলম কীভাবে লাভ হয়?.. 68

আলিমের বৈশিষ্ট্য.. 70

বাংলাদেশে যোগ্য আলিমের প্রয়োজনীয়তা... 72

ইলম অর্জনে যেসকল কল্যাণ নিহিত 74

আলিমের চেহারার সজীবতা এবং তাদের সচ্ছলতা 78

আলিম এবং তালিবে ইলমের প্রতি আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষণ.................................. 80

উপসংহার.. 82

রেফারেন্স.. 83

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

আল্লাতায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একটি মহান উদ্দেশ্যে। আর তা হলো, মানুষ কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং গাইরুল্লাহর ইবাদত বর্জন করবে। আর আল্লাহর ইবাদত করতে এবং গাইরুল্লাহর ইবাদত বর্জন করতে হলে বান্দাকে জানতে হবে যে, কোনটি আল্লাহর আর কোনটি গাইরুল্লাহর ইবাদত। পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য হক ও বাতিল, হেদায়েত ও গোমরাহির মাঝে পার্থক্য করে হককে গ্রহণ ও হেদায়েতের ওপর অটল-অবিচল থাকা অত্যন্ত জরুরি ও আবশ্যকীয়।
আর এ আবশ্যকীয়তা ও প্রয়োজন পুরা করার জন্য প্রত্যেকের যথেষ্ট পরিমাণ দ্বীনের ইলম বা জ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, মানব জীবনে ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব কত সীমাহীন।

ইলমের সংজ্ঞা

হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেন, ইলম হলো এমন নূর গোনাহ করলে যা মিটে যায়, গোনাহগার যা হাসিল করতে পারে না। কিছু শব্দ শেখার নামই ইলম নয়। তাই যদি হতো তাহলে জার্মান ও বৈরুতের খৃস্টানরা-যারা আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বড় বড় আদীব-তারাও আলেম হতো। বোঝা গেলো, শুধু শব্দজ্ঞানই ইলম নয়। ইলম প্রকৃতপক্ষে একটা নূর। পবিত্র কুরআনেও একথা এসেছে,

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব। [সূরা মায়েদা ১৫]

আলোচ্য আয়াতে ইলমকে নূর বলা হয়েছে।

علم এটি একটি আরবি শব্দ। علم এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয় ইলম শব্দটি গঠিত।

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

العلم بالكسر وسكون اللام : في عرف العلماء يطلق على معان منها
الإدراك مطلقا

ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এগুলোর একটি অর্থ হচ্ছে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা। দার্শনিকগণ এই অর্থের প্রবক্তা।

কেউ কেউ বলেন, ইলমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু। আর অভিধান অনুযায়ী ইলম অর্থ ইয়াকিন বা বিশ্বাস।'এর এক অর্থ হচ্ছে التعقل বা আকলের সাহায্যে অনুধাবন করা। আর এই অর্থের ভিত্তিতেই ইলম শব্দটি কল্পনা, ধারণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইলমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে:

إدراك المسائل عن دليل

তথা দলিলের ভিত্তিতে মাসআলা আয়ত্ব করা।
বস্তুত: ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা অনন্য গুণাবলিসমূহের একটি, যা ইলমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে, করেছে তাকে চিরন্তন।

ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীগণ এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলমের আলামত ফুটে ওঠে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله

বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে ভয়ের নাম।

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন,

الحكمة والعمل نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل ، ولكن

عليه علامة ظاهرة وهو التجاني عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود.

হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। আর বেশি বেশি মাসআলা জানার নাম ইলম নয়। এর একটি আলামত আছে তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে ধোঁকার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে মনোযোগি হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للأجل ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা।

ইলমের হাকিকত

ইলম হলো, ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানকেই কেবলমাত্র ইলম বলা হয়। এছাড়া অন্য কোন বিদ্যা-জ্ঞানকে ইলম বলা হয় না।

বর্তমান পৃথিবীতে অনেক রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে ইলম বলা যাবে না। ইলম হিসেবে শরীআত এগুলোর স্বীকৃতিও দেয় না। বেশি থেকে বেশি এগুলোকে জ্ঞান- বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ পাক নববী দায়িত্ব ও কাজ দিয়ে, দ্বীন ইসলাম নামক মনোনীত ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেন এবং একান্ত সুষ্ঠুভাবে এ কাজ পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান দান করেন। কুরআন-সুন্নাহর এ জ্ঞানই হলো দ্বীনি ইলম বা ইলমে দ্বীন।।

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ইলমে দ্বীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক জীবন যাপন করত: বান্দা তার ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন করে অনাবিল চিরসুখের ঠিকানা জান্নাতের অধিবাসী হতে পারা।

দ্বীন সম্পর্কে জেনে সে অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করলেই একজন খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে। যারা এ দ্বীন সম্পর্কে জানে না, কোনো ধারণাও রাখে না এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না সে খাঁটি মুসলমান নয়। তাই ইলমে দ্বীন অর্জন করা তথা প্রতিটি মুসলমানের জীবন তার দ্বীন মোতাবেক পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা ফরয করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং দ্বীনের জরুরী জ্ঞানার্জন করা মুসলমান হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত।

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইলমে দ্বীন অর্জনের ব্যাপারে বহু তাকিদ এসেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) জোর নির্দেশ দিয়ে বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْم

فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান (নর-নারীর) উপর ফরয।"
[ইবনে মাযাহ: হাদীস নং- ২২৪]
অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ

অর্থ :হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "লোকদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও, তাদের সাথে সহজ ব্যবহার কর এবং কঠিন ব্যবহার পরিহার কর। আর যখন তোমার রাগ আসে চুপ থাক। যখন তোমার রাগ আসে চুপ থাক। যখন তোমার রাগ আসে চুপ থাক।" [মুসনাদে আহমাদ: ২৫৬০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ نَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي

لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِن سَرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِب হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যার পেটে (অন্তরে) কুরআনের কোনো অংশ নেই সে বিরাণ ঘর (পরিত্যক্ত বাড়ি) সমতুল্য। অর্থাৎ ঘরের সৌন্দর্য ও আবাদী যেমন বসবাসকারীর দ্বারা হয়ে থাকে ঠিক তেমনি মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য ও আবাদী কুরআন দ্বারা হয়ে থাকে। [তিরমিযী শরীফ: ২য় খন্ড-১১৯ পৃষ্ঠা]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই নিজের জীবন দ্বীন মোতাবেক পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে, অবশ্যই অর্জন করতে হবে। ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। সে ধনী হোক বা গরীব হোক, যুবক হোক-বৃদ্ধ হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, পুরুষ হোক-নারী হোক, ছোট হোক-বড় হোক প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয যে, তার দ্বীন মোতাবেক তার জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালনা করতে পারার মতো ইলম (জ্ঞান) অর্জন করবে। এটা তার ফরয দায়িত্ব।

ফরয এর সংজ্ঞা

শরীঅত কর্তৃক বান্দার উপর আরোপিত অপরিহার্য দায়িত্বকে ফরজ বলে। ফরজ দু'প্রকার তথা ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া।

ফরজে আইন বলা হয় যা প্রত্যেকের উপর ফরজ। একজন আদায় করা দ্বারা অন্যজন দায়িত্বমুক্ত হয় না। যেমন- ফরজ নামাজ, রোজা ইত্যাদি।

ফরযে কেফায়া যা প্রত্যেকের উপর ফরজ নয়। বরং যে কেউ আদায় করলে অন্যরা দায়িত্ব মুক্ত হয়। যেমন- জানাযার নামাজ।

বান্দার জীবনের প্রতিটি কাজ তার জ্ঞান মুতাবেক করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল
জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন তথা প্রতিটি মুসলমানের উপর আবশ্যকীর। আর অন্যের ফায়দ্যর জন্য এর অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন ফরজে কেফায়া অর্থাৎ একটি সমাজে একজন আলেম থাকলে সকলের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হবে যাবে, এতে সকলেই ফরজ তরকের গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। অতএব, আমাদের সকলকেই ইলমে দ্বীন অর্জনের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে কারণ ইলম ছাড়া আল্লাহ তা'আলার মারেফাত অর্জন করা তথা আল্লাহ তা'আলাকে চেনা-জানা সম্ভব না, জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না, ধ্বংসের খঞ্জর হতে বেঁচে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব না, আল্লাহর ভয়ে শরীআতের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে আদিষ্ট কাজগুলো করে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন করা সম্ভব না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উলামারা কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।
[সূরা ফাতির: আয়াত নং-২৮]

যে যত বড় আলিম সে তত বেশি আল্লাহকে ভয় করে, চেনে-জানে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ও জান্নাতে যাওয়ার কাজ করে, শরীআতের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে আদিষ্ট কাজ করে।

ইলম কীভাবে সংরক্ষিত হয়

ইলম সংরক্ষিত হয় আমলের মাধ্যমে। কথায় বলে, ٌالْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْعَمَلُ قَيْد 'ইলম হলো শিকার আর আমল হলো বেড়ি।' তাই ইলমকে আমলের ছাঁচে ঢালা উচিত। আবার আমলও হওয়া চাই সুন্নাত মোতাবেক। সুন্নাত হলো পোষ্ট অফিসের সিলের মত। সিল ছাড়া চিঠি যেমন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে না, সুন্নাত ছাড়াও আমল গ্রহণযোগ্য হয় না।

ইলমে নাফের প্রথম আলামত

ইলমে নাফের প্রথম আলামত হলো, সেই ইলমের ওপর আমলের তৌফীক হয়। মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. একবার ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলেন, ইলম কাকে বলে জান? একেক জন একেক রকম উত্তর দিল। হযরত ছিলেন চুপ। কেউ বলল, হযরত! আপনি বলে দিন ইলম কি? তিনি বলেন, ইলম এমন নূর যা থাকলে আমল না করে পারা যায় না, মনে শান্তি আসে না। আবার কোনো গোনাহ হয়ে গেলে অস্থির লাগে, কেঁদে কেঁদে তওবা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাওয়া যায় না। মনের অবস্থা যদি হয় এমন তাহলে বুঝবে তোমার ইলম নাফে।

দ্বিতীয় আলামত

ইলমে নাফের দ্বিতীয় আলামত হলো, তাকওয়া ও খোদাভীতি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا

'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন।
[সুরা ফাতির ২৮]

যে আলেমের মাঝে খোদাভীতি আছে, তিনিই প্রকৃত আলেম।
ইমাম গাযালী রহ. বলেন, 'প্রকৃত আলেম হলো যার কাছে গোনাহের ক্ষতিগুলো স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। গোনাহের ক্ষতি যার চোখে যত প্রতীয়মান হবে সে ততই বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে'।

ইলম কীভাবে বৃদ্ধি পায়?
ইলম দুইভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রথমত আমলের মাধ্যমে। যেমনটা হাদীসে এসেছে,

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'জানা বিষয়ের ওপর যে আমল করে আল্লাহ পাক তাকে অজানা বিষয় জানিয়ে দেন।
[কুরতুবী খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৪]

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার মাধ্যমে। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে ইলম বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলা বলেন,"
[সুরা বাকারা ২৮২।]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

'তাকওয়া অবলম্বন কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ইলম দেবেন।'

কোন ইলম শিক্ষা করা ফরয

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু অভিধানের আশ্রয় নিয়ে কেউ কেউ অপব্যাখ্যা করেন। ইলম মানে জানা, ইলম মানে জ্ঞান- অভিধানের এই অর্থ গ্রহণ করে কৌশলে অনেকেই জাগতিক জ্ঞান ও সেই সাধনাকেও দ্বীনের অংশ হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। একারণে বই-পুস্তকে, স্কুল-কলেজের দেয়ালে লেখা থাকে- 'প্রত্যেক নর- নারীর ওপর জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয।'

কিন্তু আসলেই কি তাই?

জাগতিক শিক্ষার জন্য কুরআন-হাদীসে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ? বর্ণিত ফযীলতের কথা বলা হয়েছে ? আদৌ তা নয়। বরং কুরআন,হাদীস এবং দ্বীনী বিষয়ের যে জ্ঞান সেটাকেই ইলম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সেগুলোরই ফযীলতের কথা বলা হয়েছে।এই ফরয ইলমের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী প্রায় বিশটি মত- অভিমত রয়েছে। তবে সবচেয়ে উত্তম মত হচ্ছে কাজী ইয়ায (রহ.)-এর অভিমত। তা হচ্ছে; ফরয ইলম হচ্ছে যা শিক্ষা করার বিকল্প নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলার মারেফাত হাসিল করা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হাসিল করা, সালাত ও অন্যান্য বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এসব ইলম হাসিল করা ফরযে আইন। মোটকথা হচ্ছে, জরুরী আকীদা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের প্রতিটি বিধান যথাযথভাবে জানার জন্য মুসলিম যে ইলমের মুখাপেক্ষী সেটাই ফরয ইলম হিসেবে বিবেচিত।

মুমিন হতে হলে ইলম জরুরী

অনেকের ধারণা, ইলমের বিষয়টি কেবল ফযীলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইলম হাসিল করা ভালো এবং সওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয় তবে ছাওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বিষয়টি কি আদৌ এমন? ফযীলতের মধ্যেই কি ইলম সীমাবদ্ধ? মোটেও তা নয়। বরং একজন মানুষের প্রকৃত মুমিন হওয়া নির্ভর করে ইলম হাসিলের ওপর। কারণ কোনো ব্যক্তি ইলম হাসিল করা ছাড়া প্রকৃত মুমিনই হতে পারে না। কেননা মুমিন হওয়া নির্ভর করে দুটি বস্তুর ওপর। এক, সে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। দুই, শরীয়ত নির্দেশিতপন্থা ছাড়া ইবাদত করবে না। আর এ দুটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মবাণী।

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

সুতরাং তাওহীদের মর্মবাণীর মধ্যে ইলম অপরিহার্যভাবে জড়িত ও পরিব্যপ্ত। অতএব বোঝা গেল, ইলম ছাড়া তাওহীদের মর্মবাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি হয়নি। একারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে ইলমকে আমলের আগে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন।

মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَا- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।

-তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও অন্যটি ফরযে কেফায়া । ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।
[শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪]

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل.ِ

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রুপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।

কুরআন-সুন্নাহ্ তে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।
-সূরা নাহল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।
-সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্ এর ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খিযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খিযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা আ.ও খিযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْن.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম

তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهُ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ.

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

যে সব জ্ঞান ইলমে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ . "

আবু দাউদ ২৮৮২, ইবনু মাজাহ ৩৪, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং-২৩৯

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ইলম বা জ্ঞান তিন প্রকার-
(১) আয়াতে মুহকামাতের জ্ঞান, (২) সুন্নাতে ক্বায়িমার জ্ঞান এবং (৩) ফারীযায়ে আদিলার জ্ঞান। এর বাইরে যা আছে তা অতিরিক্ত।

ব্যাখ্যা: হাদিসে آية محكمة দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআন কারিমের যে সকল আয়াত রহিত হয় নি এবং সেগুলোর মর্মও একেবারে স্পষ্ট। তা বুঝতে অতিরিক্ত ব্যাখ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না।

سُنَّةٌ قَائِمَة হলো সেসব আহাদিসে নববী, যেগুলো সূত্র (সনদ) ও মূল অংশ (মতন) উভয় দিক থেকে সুসাব্যস্ত এবং সুনিশ্চিত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো আবশ্যিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও পালনীয় বলে স্থির হয়েছে।

فَرِيضَةٌ عَادِلَة অর্থ হলো ইজমায়ে উম্মাত এবং কিয়াসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিধানাবলী। হাদিসে ইজমায়ে উম্মাত এবং কিয়াসকে فَرِيضَةٌ عَادِلَة এই অর্থে বলা হয়েছে যে, কুরআন-হাদিস থেকে উদ্ভাবিত হুকুমাবলি পালন করা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে ইজমা ও কিয়াস দ্বারা উৎকলিত মাসায়েল-বিধানাবলি পালন করাও অবশ্য কর্তব্য বিষয়টি "عَادِلَة"
'সমান বা বরাবর' শব্দ প্রয়োগ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মাত এবং কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত বিধানগুলি পালনের ক্ষেত্রে কুরআন আর সুন্নাহর মস্তা। কেউ কেউ " فريضة عادلة" থেকে ইলমূল ফারায়েজও উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

উক্ত হাদিস থেকে এটাও বোঝা যায়, ইলমে দ্বীনের মৌলিক উৎস চারটি।

১) কুর'আন ২) সুন্নাতে রাসূল ৩) ইজমা ও ৪) কিয়াস। দ্বীনি জ্ঞান-অভিজ্ঞানের সকল ভিত্তি এ চারটি বিষয়ের উপর স্থাপিত। সমস্ত ইসলামি জ্ঞান, নিয়মকানুন, দ্বীনি আহকাম এবং প্রাত্যহিক জীবনের দিকনির্দেশনা সব-ই এই চারটির কোন একটির মাধ্যমে প্রমাণিত এবং সাব্যস্ত হতে হয়। কোন বিষয় উক্ত চার ভিত্তির কোন একটির মাধ্যমে প্রমাণিত না হলে, তা ইসলামে বিদআত তথা দ্বীন বহির্ভূত বিষয় বলে গণ্য হবে।

একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত, হাদিসে উল্লিখিত يۃ محكمة। দ্বারা কখনো এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কুরআনে বর্ণিত 'আয়াতে মুতাশাবিহাত' সমূহের তিলাওয়াত, অধ্যয়নে কোন উপকার বা সওয়াব নেই! বরং হাদিসে اَیۃ محكمة এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, কুরআনুল কারিম بۃ محكمة। আয়াতগুলিকে উম্মুল কিতাব (কুরআনের মূল) বলে উল্লেখ করেছে। কারণ, হুকুম-আহকাম এবং মাসায়েল এই আয়াতগুলো থেকেই নির্গত হয়। মুজতাহিদ ইমামগণ হুকুম-আহকাম এবং মাসায়েলের বর্ণনায় আয়াতে মুহকামাত দিয়ে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কারণ, শরয়ি বিধানাবলীর মূল হলো এই আয়াতগুলি। এজন্য বড় বড় মুফাসসিরগণ আয়াতে মুতাশাবিহার তাফসিরের পিছনে না পড়ে এগুলোকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। আর এটিই সঠিক পদ্ধতি, যার ধারাবহিকতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

সুন্নাতে নববিয়্যাহ মানব জীবনের সকল শাখাপ্রশাখাগত সব ধরণের ফিকহি মাসায়েল এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। এগুলোর উপর আমল করা উম্মাতের জন্য আবশ্যক। হাদিসে রাসূলের সমস্ত কিতাবাদি সব যুগে, সকল সময়ে মানবজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জিন্দেগি সফলভাবে পরিচালনার যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। সুন্নাতে রাসূল প্রকৃতপক্ষে ইসলামি জীবন এবং দ্বীনি জীবনযাপনের জন্য এক দ্বীপ্তিময় আলোকবর্তিকা এবং উজ্জ্বল আলোর মশাল হিসেবে কাজ দিয়ে যাচ্ছে। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় হাদিস سنة قائمة 'এর আওতাভুক্ত। যে সকল হাদিস বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেগুলোর আলোকে জীবন সাজানো একান্ত আবশ্যক। হাদিসে উল্লিখিত قَائِمَةٌ (প্রতিষ্ঠিত) শব্দটি এদিকেই ঈঙ্গিত দিচ্ছে। অনুরূপভাবে فريضة عادلة তথা ইজমা ও কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত বিধানাবলী সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং সেগুলোর উপর আমল করাও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কুরআন হাদীসের আলোকে ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم.ْ

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْن.َ

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? -সূরা যুমার (৩৯) : ৯

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت.ٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

কুরআনের সাত জায়গায় সাতটা জিনিস সম্পর্কে বলা হয়েছে, এগুলো একটা আরেকটার সমান নয়। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, এর প্রতিটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলম আর বিপরীতটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূর্খতা।

আয়াত সাতটি হলো:

এক.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'হে নবী! আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?
[সুরা যুমার ৯]

দুই.
قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّب 'হে নবী! আপনি বলুন, ভালো আর মন্দ কি সমান?
[সুরা মায়েদা ১০০।]

তিন.

لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ

'জান্নাতবাসী আর জাহান্নামবাসী সমান নয়। ' [সুরা হাশর ২০]

চার.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ

'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এক নয়।
[সুরা ফাতির ১৯]

পাঁচ.

وَلَا الظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ

'আলো ও অন্ধকার অভিন্ন নয়।
[সূরা ফাতির ২০]

ছয়.

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

[৭৭] 'ছায়া ও রোদ্র এক নয়।
[সুরা ফাতির ২১।]

সাত.

وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلَا الأَمْوَاتُ

'জীবিত ও মৃত এক নয়। [খুতুবাতে ফকীর খণ্ড ৫। সুরা ফাতির ২২॥]

হাদীসের আলোকে ইলম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন-

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنّة.

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। -আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল। -জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক।
-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

আলেম কাকে বলে?

কেউ কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখলে বা কোনো বিষয়ে বয়ান করতে পারলেই কি তাকে আলেম বলা হয়? কখনো নয়। আলেম বলা হয় গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে যিনি ভালো জানেন এবং তা উপলব্ধি করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে যার উপলব্ধি যত বেশি তিনি তত বড় আলেম। তিনি তত বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার খোদাভীতির অপর নাম তাকওয়া। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا

'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন।'
[সুরা ফাতের ২৮]
ডাক্তারদের দেখা যায় চর্বিযুক্ত খাবার খান না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, জনাব! চর্বিযুক্ত খাবার কেন খান না? তারা বলবে, এগুলোর ক্ষতি সম্পর্কে আমরা ভালো জানি, তাই পারতপক্ষে এগুলো এড়িয়ে চলি। যারা জানে না তারাই এসব গলাধঃকরণ করে। সকালে পরোটা, দুপুরে কোরমা পোলাও, বিকালে হালিম কাবাব; রাতে গোস্ত ভাত-এভাবে দেহের বারোটা বাজায়।

শরীরের রোগব্যাধি ও ভালো-মন্দ সম্পর্কে যার ধারণা যত স্বচ্ছ সে তত বেশি সতর্ক। ডাক্তারদের দেখবেন শরীর-স্বাস্থ্য ভালো আবার রোগব্যাধিও কম। কারণ, তারা শরীর-স্বাস্থ্য

সম্পর্কে ভালো জানেন এবং সে অনুযায়ী চলেন। ডাক্তাররা কোথাও গেলে যেখানে সেখানে পানি পান করেন না। বরং বোতলজাত পানি পান করেন। হোটেলের খাবার ও খোলা খাবার খান না। কারণ, তারা জানেন পানিতে জীবাণু থাকে, খোলা খাবারে মশা মাছি জীবাণু ছড়ায়, তাই এসব তারা এড়িয়ে চলেন। ডাক্তারগণ যখন হাসপাতালে রোগী দেখতে যান হাতে গ্লাপ্স, মুখে মাক্স পরে যান। কারণ, তারা জানেন রোগীর দেহ থেকে অন্যের দেহে জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। তাই এত সতর্কতা অবলম্বন করেন। সুতরাং বোঝা গেলো, যে যত বেশি জানে সে তত বেশি সতর্ক।

বিদ্যুৎবাহী তার কি কোনো ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ধরবে? যত অনুরোধই করা হোক, যত অনুনয়ই করা হোক সে বলবে, আমি কি বেকুব নাকি! যদি বলা হয়, একবার মাত্র ধরুন! বলবে, বিদ্যুৎ একবারের জন্যও কাউকে ক্ষমা করে না। সাধারণ লো়েক ধোঁকা খেতে পারে, কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার নয়। তেমনি একজন প্রকৃত আলেমও গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে জানেন। ফলে গোনাহ থেকে দূরে থাকেন। তিনি জানেন, গোনাহগার আল্লাহর দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। তাই তিনি গোনাহ থেকে দূরে থাকেন। গোনাহকে ভয় করেন।

ভয় আবার দুই প্রকার। একটা হলো শিশুসুলভ ভয়। যেমন কোনো শিশু কাচের বোতল ভেঙ্গে ফেলল। তার ভয় জানতে পারলে মা মারবেন। আরেক প্রকার হলো শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। যেমন- স্ত্রী স্বামীকে ভয় পায়। স্ত্রীর ভয় স্বামী আমার এত ভালো, এত সহৃদয় সজ্জন। আমার জন্য কত কষ্ট করেন, আমি তার অবাধ্য হই কীভাবে? তিনি আমার সব রকম সুখের ব্যবস্থা করেন। আমার সাধ-আহলাদ পূরণ করেন। আমাকে মাতৃত্বের গৌরব দান করেছেন। তার কথা তো অবশ্যই মানতে হবে।

স্বামী যদি বলে, অমুকের সঙ্গে কথা বলবে না। আর সে এসে দরজায় কড়া নাড়ে। সতী সাধ্বী স্ত্রী কখনো দরজা খুলবে না। ভয় পাবে স্বামী যদি জানতে পারেন! হয়ত আমাকে ছেড়ে দেবেন। এতসব নেয়ামত থেকে আমি বঞ্চিত হব। এই যে স্বামীর অসন্তুষ্টির ভয় আহলে ইলমদের ভয়ও তেমনি-আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির ভয়। তাদের ভয় যদি শয়তানের ধোঁকায়, নফসের কুমন্ত্রণায় পড়ে গোনাহ করে ফেলি! আমার রব্বে কারীম তাহলে অসন্তুষ্ট হবেন। আমাকে তার রহমত থেকে সরিয়ে দেবেন। রব্বে কারীমের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। গোনাহগার কখনো বেলায়েতের দরজা লাভ করতে পারে না। যে অলী হতে চায় আবার কবিরা গোনাহও করে সে কখনো অলী হতে পারে না। এটা তো সুদূরপরাহত। [কলবে সালীম]

ইলম অনুযায়ী আমল

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো, সে অনুযায়ী আমল করা। যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوْا فَمَنْ عَلِمَ فَلْيَعْمَلْ

"হে লোকসকল! তোমরা ইলম অর্জন করো। আর যা কিছু অর্জন করেছো তার ওপর আমল করো'

তিনি আরো বলেন, নিজে আমল শুরু না করে অন্যকে নসিহত করবে না। ইলম শেখো তাহলে ইলমই বলে দেবে তোমার কী করণীয়। শয়তান মানুষকে কীভাবে ধোঁকা দেয়, আর সে ধোঁকা থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়, সবই বলে দেবে ইলম।

রাসূল সা.-এর আমলও ছিল এমন। তিনি বলেন,

أَوْصِيْ نَفْسِي أَوَّلاً وَإِيَّاكَ بَعْدَه

'আমি প্রথমে নিজেকে অসিয়ত করি পরে অন্যদের।'

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায বলেন, ইলম অর্জনের পরও যার মাঝে খোদাভীতি ও রোনাজারি না আসে সে ইলমের উপযুক্ত নয়। পরে তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

'তোমরা কি একথায় অবাক হও? তোমরা হাসো কেন? কাঁদো না কেন?
[সুরা নাজম ৫৯-৬০]

ইলমের সঙ্গে যদি তাকওয়া-তাহারাত না আসে বুঝতে হবে তার ইলম কোনো কাজে আসেনি।

হযরত হাসান বসরী রহ. নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে বলেন,
قد كانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يُرِي ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ وَهَدْيِهِ وَلِسَانِهِ وَبصَرِهِ وَيَدَيْه

.

'প্রকৃত ইলম অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রভাব পড়ে মানুষের তাকওয়া- তাহারতে, আচরণে-উচ্চারণে, চাহনিতে ও অঙ্গসঞ্চালনে।'
[আল জামেয়ু লি আখলাকির রাবী ৫১; ফতহুল মুগীছ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬১।

আমাদের আকাবিরগণ ইলম অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা আমলে পরিণত করতেন। তিনি আরো বলেন,

أَفْضَلُ الْعِلْمِ الْوَرَعُ وَالتَّفَكُّر. ُ

'সর্বোত্তম ইলম হলো, যাতে তাকওয়া ও খোদাভীতি এবং চিন্তা-ফিকির থাকে।'

ফকীহদের ব্যাপারে তিনি বলেন,

الْفَقِيهُ الْعَالِمُ فِي دِينِهِ الزَّاهِدُ فِي دُنْيَاهُ الدَّائِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّه. ِ

'ফকীহ বলা হয় দ্বীনের ব্যাপারে যিনি হন আলেম এবং দুনিয়ার ব্যাপারে হন যাহেদ, আর সর্বদা ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন।'

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزّ وَجَلّ لَا يَتَعَلّمُهُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنّارَ النّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে।

-আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা।
দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়।
-আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْن.َ

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিকিরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।
-সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর ‘আলমুআফাকাত’ গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَال.ِ

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে।
-আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ্য করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم.ْ

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহর ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে।
-আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে।
-ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে

গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْه.ُ
শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

ইলমের ক্ষেত্রে 'কানাআত' বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমাদের ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِر.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।

-সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقّهْنَ فِي الدِّين.ِ

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন।

হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবু দারদা (রা.) ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলম’ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।
-সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, ‘উলুল ইলম’ দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِين.َ

মুমিনদের আলেমগণ।
ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم.ْ

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ।
-জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتّى الْحِيتَان فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্ট।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইলমের ফযীলত

হযরত আদম আ. কে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সেজদার পাত্র বানিয়েছেন। কী ছিল এর কারণ? পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

[সুরা বাকারা ৩১]

আল্লাহ তাআলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়েছেন এ সকল জিনিসের নাম একমাত্র আদম আ. জানতেন, ফেরেশতাগণ জানতেন না। ইলমের বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সুউচ্চ মাকাম দান করেছেন।

হযরত দাউদ আ. কে আল্লাহ তাআলা বিরাট রাজত্ব দিয়েছেন। কী ছিল এর কারণ? এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ عَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ

'আর আমি তাকে লৌহবর্ম বানানোর কৌশল শিক্ষা দিয়েছি। যেন তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। [সুরা আম্বিয়া ৮০]
আল্লাহ তাআলা তার হাতে লোহাকে মোমে পরিণত করে দিয়েছেন। ফলে তিনি অতি সহজে বিভিন্ন ধরনের লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ তৈরি করতে পারতেন।

হযরত সুলাইমান আ. কে আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীর ওপর একচ্ছত্র রাজত্ব দিয়েছেন। জিন-ইনসান ও পশুপাখিসহ সমস্ত সৃষ্টিজীবের ওপর ছিল তার ক্ষমতা। এর কারণও ছিল ইলম। তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

'হে লোক সকল! আমাকে পশুপাখির ভাষা শেখানো হয়েছে। আর আমাকে সব জিনিস দেয়া হয়েছে। [সুরা নামল ১৬] পশুপাখি ও কীট-পতঙ্গের ভাষা বুঝতে পারাও এক প্রকার ইলম।

হযরত ইউসুফ আ. কে যখন তার ভাইয়েরা বিক্রি করে দিল তখন তার কোনো ইলম ছিল না। তাই কুরআনের ভাষ্যমতে তার মূল্য ছিল কয়েকটি মাত্র টাকা। তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ

'তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্প মূল্যে-মাত্র কয়েক দেরহামের বিনিময়ে। তারা ছিল তার ব্যাপারে নির্লোভ। [সূরা ইউসূফ ২০]

তারপর যখন হযরত ইউসুফ আ. প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম ও হেকমত দান করলেন; তখন তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِين

'যখন তিনি যৌবনে উপনীত হলেন, আমি তাকে ইলম ও হেকমত দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা ইউসূফ ২২)

এই ইলম ও হেকমত পেয়েই তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার আবেদন করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَ ابْنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

'আমাকে খাজাঞ্চিখানার দায়িত্ব দিন। কেননা আমি সর্বোত্তম সংরক্ষক ও জ্ঞানী। [সূরা ইউসূফ ৫৫]

হযরত খিজির ছিলেন একজন বিশিষ্ট অলী। ইলমের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত মুসা আ.-এর মত মহান নবীর উস্তাদ বানিয়েছেন। হযরত খিজির সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا أَتَيْنُهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

'তারা দু'জন আমার এমন এক বান্দাকে পেল যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে রহমত দিয়েছি এবং নিজের পক্ষ থেকে ইলম দিয়েছি। [সূরা কাহাফ ৬৫]

রাসূল সা. সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَلِيمًا 'তিনি আপনাকে শিখিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন।
[সুরা নিসা ১১৩]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে আরো বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

হে নবী! আপনি বলুন, যে জানে আর যে জানে না তারা কি বরাবর? জ্ঞানী লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।
[সুরা যুমার ৯০]

জ্ঞানী ও মূর্খ কখনো সমান হতে পারে না। জ্ঞানীদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বিরাট।

কারো গর্ব করার অধিকার থাকলে আলেমগণই করতে পারেন। কেননা তারা নিজেরাও সঠিক পথে আছেন এবং অন্যদেরও সঠিক পথ দেখান। পক্ষান্তরে সম্পদ না থাকাই গর্বের বিষয়। কেননা সম্পদ সাপের মত; দেখতে চমৎকার কারুকার্যখচিত, কিন্তু ভিতরে বিষে ভরা। তেমনি সম্পদও ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের অন্যতম মাধ্যম, কিন্তু সম্পদই সকল অনিষ্টের মূল। সম্পদ নিয়ে যদি কেউ গর্ব করে সে যেন সাপ নিয়ে গর্ব করল।
[খুতুবাতে ফকীর অবলম্বনে]

হাদীসে বর্ণিত ইলমের ফযীলত

হাদীসের কিতাবসমূহে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ عَن كثير بن قيس قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي
مسجد دمشق فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِر لَهُ من فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِي.

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর অযোগ্যকে ইলম শেখানো শুকরের গলায় মণিমুক্তা ও স্বর্ণ পরানোর নামান্তর।

হযরত কাসীর ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার দামেশকের মসজিদে হযরত আবুদ দারদার সঙ্গে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে এক লোক এসে বলল, হে আবুদ দারদা! আমি মদিনা থেকে এসেছি। তবে কোনো প্রয়োজনে আসিনি। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ চলে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পথে চালাবেন। আর ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আর আলেমের জন্য আসমান যমিনের সবকিছু ইস্তিগফার করে, পানির মাছ পর্যন্ত। একজন আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন পূর্ণিমার রাতে তারকারাজির ওপর চন্দ্রের মর্যাদা যেমন। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দিনার দিরহাম রেখে যান না। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান ইলম। যে ব্যক্তি সেই ইলম অর্জন করল সে বিরাট কিছু অর্জন করল।[মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ২৬৮২, আবু দাউদ ৩৬৪১, ইবনে মাজাহ]

আরেক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

ن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ

مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَه. ُ

'রাসূল সা. বলেছেন, কেউ মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় শুধু তিনটি আমল ব্যতীত; সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নের সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' আরেক হাদীসে রাসূল সা. বলেন, [মুসলিম১৬৩১]

"إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه."ِ

'কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শনকারী খোদ কল্যাণকারীর মত। [তিরমিযী২৬৭০]

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে আকাবির তথা পূর্বসূরীদের চমৎকার সব বাণী পাওয়া যায়।

এক. হযরত ঈসা আ. বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُدْعِي عَظِيمًا فِي مَلَكُوْتِ السَّمَاء. ِ

'যে ইলম হাসিল করে এবং এর ওপর আমল করে, আসমানের রাজ্যে তাকে মহামনীষী হিসেবে ডাকা হয়।'
[আল জামে লি আখলাকির রাবী]

দুই. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন,

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدي بِهَا.

'আসমানে তারকারা যেমন যমিনে আলেমগণও তেমন; তাদের মাধ্যমে হেদায়েত পাওয়া যায়।' অর্থাৎ তারকারা হলো আসমানের সৌন্দর্য আর আলেমগণ হলেন যমিনের সৌন্দর্য।

'মানুষ খনি সদৃশ; জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলাম যুগেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, যদি তারা ফকীহ হয়। ২২

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّه.

'আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকেই 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' তথা দ্বীনী বুঝ দান করেন। আল্লাহ দাতা, আমি বণ্টনকারী। এই উম্মত সর্বদা আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর নির্দেশ (তথা কেয়ামত) আসার আগ পর্যন্ত। [বুখারী ৭১]

আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে আকাবির তথা পূর্বসূরীদের চমৎকার সব বাণী পাওয়া যায়।

এক. হযরত ঈসা আ. বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُدْعِي عَظِيمًا فِي مَلَكُوْتِ السَّمَاء.

'যে ইলম হাসিল করে এবং এর ওপর আমল করে, আসমানের রাজ্যে তাকে মহামনীষী হিসেবে ডাকা হয়।' [আল জামে লি আখলাকির রাবী ১৭]

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন,

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدي بِهَا.

'আসমানে তারকারা যেমন যমিনে আলেমগণও তেমন; তাদের মাধ্যমে হেদায়েত পাওয়া যায়।' অর্থাৎ তারকারা হলো আসমানের সৌন্দর্য আর আলেমগণ হলেন যমিনের সৌন্দর্য।

হযরত আলী রা. তার এক শাগরেদকে লক্ষ্য করে বলেন,
يَا كُمَيْلِ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، اَلْعِلْمُ يَحْرِسُكَ وَأَنْتَ تَحْرِسُ الْمَالَ ، وَالْعِلْمُ

حَاكِمُ وَالْمَالُ مَحْكُوْمُ عَلَيْهِ ، وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُوا بِالْإِنْفَاق . 'হে কুমাইল, ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কারণ ইলম তোমাকে নিরাপত্তা দেয় আর সম্পদের নিরাপত্তা তোমাকে দিতে হয়। আলেমগণ শাসক আর ধনীরা শাসিত। সম্পদ খরচ করলে কমে আর ইলম শেখালে বৃদ্ধি পায়।[ইহইয়াউল উলুম ১৪]

তিনি অন্যত্র বলেন,

الْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثَلِمَ مِنَ الإِسْلَامِ ثُلْمَةَ
لا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِنْه.

'আলেমগণ রোজাদার, তাহাজ্জুদগুজার ও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণের চেয়ে উত্তম। কেননা কোনো আলেম মারা গেলে ইসলামে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয় অন্য একজন আলেম দ্বারাই তা পূরণ হতে পারে। [ইহইয়াউল উলুম ১৪]

তিনি আরো বলেন,

رَضِيْنَا بِقِسْمَةِ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمُ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالَ

فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ

'মহান আল্লাহ পাকের বণ্টনে আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের ভাগে পড়েছে ইলম আর শত্রুদের ভাগে পড়েছে সম্পদ। সম্পদ তো অতি দ্রুত ফুরিয়ে যায়। আর ইলম বাকি থাকে চিরকাল।'

সম্পদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম সর্বদা বাকি থাকে। যার কাছে ইলম আছে তার অন্যকিছু চাই না-না বন্ধু-বান্ধব, না আত্মীয়- স্বজন। কোনো রাজা-বাদশা এতটা শান্তি-স্বস্থি পায় না আলেমগণ যতটুকু পেয়ে থাকেন। কারণ, বাদশাদের তো নিজেদের পরিমণ্ডলেও সদা সতর্ক থাকতে হয়, কোথাও তারা নিরাপদ নয়। পক্ষান্তরে একজন আলেমকে নির্জন জঙ্গলেও সতর্ক থাকতে হয় না, সবখানেই তারা নিরাপদ।

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, আমি একবার ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ কাগজ কলম রেখে নফলে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করলে তিনি বলেন, যে কাজ থেকে উঠে নফলে দাঁড়ালে সে কাজই উত্তম ছিল।

আট. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلوةِ النَّافِلَةِ

'আমার নিকট ইলমী শুগোল নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। [আল মাজমু']

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখীর রা. বলেন একই কথা,

فَضْلُ الْعِلْمِ اَحَبُّ اِلَيّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَة.

'আমার নিকট ইলমের ফযীলত ইবাদতের চেয়ে প্রিয়। [জামেয় বায়ানিল ইলমি ৩৯]

নয়. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন,

كن عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا اَوْ مُتَّبِعًا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلَكَ

'হয় আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও; নয় তাদের মহব্বত করো, নয় তাদের অনুসারী হও; অন্য কিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য।'
[জামেয়ু বায়ানিল ইলমি ৪৬]

হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে বললাম, যদি পার আলেম হও, নয় তালিবে ইলম হও। তাও যদি না পারো তাহলে তাদের মহব্বত করো, হিংসা করো না। তখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলে ওঠেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক আমাদের জন্যও সুযোেগ রেখেছেন।

হযরত আবু বকর আজরী রহ. বলেন, আলেমদের ফযীলত সর্বাবস্থায়। ঘর থেকে বের হতেই তা শুরু হয় এবং প্রতি পদে পদে হাসিল হয়। ইলমী মজলিসে বসা, মুযাকারা করা, দরস-তাদরীস সবই অতীব ফযীলতের কাজ। ইলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কাজই অত্যধিক ফযীলত রাখে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. যখন খলিফা হন একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হলো, এখন তো মাশাআল্লাহ দেশজুড়ে বড় বড় আলেম-উলামা, মুহাদ্দিস-মুফাস্সির আছেন; তাদের অবর্তমানে দেশের কী অবস্থা হবে? তাই তিনি ইলম সংরক্ষণের চিন্তা করেন এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট এ মর্মে চিঠি লেখেন। তেমনি এক চিঠি তিনি লিখেছেন ইমাম ইবনে হযমের নিকট। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাকে লেখেন-

انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهِ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَ ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ تَقْبَلْ اِلاّ حَدِيثَ النَّبِيِّ وَ لتُفْشُوا الْعِلْمَ

وَلِتُجْلِسُوا حَتّي يَعْلَمَ مَنْ لاَ يَعْلَم.

'তুমি রাসূল সা.-এর হাদীসগুলো খুঁজে খুঁজে লিখে নাও। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আলেমদের প্রস্থানে ইলমও মিটে যাবে। শুধু রাসূল সা.-এর হাদীসগুলোই জমা করবে। পরে সেগুলো প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করবে। দীর্ঘ দীর্ঘ মজলিস কায়েম করবে যাতে মূর্খরাও শিখে নিতে পারে।
[আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন ২৪৪]

এক বুযুর্গ বলেন,

الْجَاهِلُ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا وَالْعَالِمُ كَبِيرٌ وَإِنْ كَانَ حَدَثًا

'মূর্খ বয়সী হলেও ছোট আর আলেম কম বয়সী হলেও বড়।'

এর প্রমাণে এক কবি বলেন,

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُوْلَدُ عَالِمًا وَلَيْسَ أَخُوْ عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ إِذَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ الْمَحَافِلُ

'তোমরা বেশি বেশি পড়ো, কেননা কেউ আলেম হয়ে জন্ম নেয় না। আলেম কখনো জাহেলের সমান নয়। নেতার যদি ইলম না থাকে তাহলে সে ছোট, যখন তারা কোথাও সমবেত হয়।
[আর রিহলা ফি তলাবিল হাদীস ৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওন বলেন, 'তিনটি জিনিস এমন যা আমি নিজের জন্য এবং আমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করি। প্রথমত হাদীস শেখা এবং শেখানো। দ্বিতীয়ত কুরআন শেখা এবং শেখানো। তৃতীয়ত ভালো কাজে লোকদের সহযোগিতা করা।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে মুআল্লিম হিসেবে যখন রাসূল সা. ইয়ামানে পাঠান, তখন ইলমের ফযীলত সম্পর্কে তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, ইলম শেখ; কেননা যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইলম শেখে তার জন্য তা খোদাভীতির কারণ হয়। ইলম শেখাও ইবাদত। ইলমের তাকরার ও মুযাকারা আল্লাহর নিকট তাসবীহতুল্য। পরস্পর মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা জিহাদতুল্য। আর মূর্খকে ইলম শেখানো সদকাতুল্য। যোগ্য লোককে ইলম শেখানো আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। কেননা এর মাধ্যমে হালাল-হারাম চেনা যায়।

ইলম মানুষের একাকিত্বের বন্ধু, দুঃখ-দুর্দশায় পথপ্রদর্শক; চরিত্র সংশোধনের মাধ্যম, গরীব-দুঃখীর সঙ্গে মেশার উপায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্তবা বুলন্দ করে দেন। অবিসংবাদিত নেতা ও সমাজ সংস্কারক বানিয়ে দেন। তাদের সিদ্ধান্ত হয় সঠিক সিদ্ধান্ত। ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়। সমুদ্রের মাছ থেকে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে। মৃত আত্মার জন্য ইলম সঞ্জীবনী সুধা, অন্ধকারের আলো এবং দুর্বলের হাতিয়ার। ইলমের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতা পায়, সমাজে প্রভূত সম্মান লাভ করে। আখেরাতে পায় উঁচু মাকাম। ভাগ্যবানরাই লাভ করে ইলমের নেয়ামত। দুর্ভাগারা বঞ্চিত হয় ইলমের নেয়ামত থেকে।

ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। ইলম অর্জন থেকে কাউকে বিরত থাকা যাবে না। যে ইলম অর্জন করা ফরজে আইন, যে ইলম অর্জন থেকে কাউকে বিরত থাকা যাবে না সেই মাহিমান্বিত ইলম হচ্ছে ইলমে দ্বীন। মানব-জীবনে ইলম দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের গুরত্ব অপরিসীম। ধর্ম ছাড়া যেমন কেউ মানুষ হতে পারে না তেমনি ইলমে দ্বীন ছাড়া কেউ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না। মনুষ্যত্ব বিকাশের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইলমে দ্বীন। এজন্য আল্লাহপাক মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাজিল করে সর্বপ্রথম ইলমে দ্বীন শিক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আ'লাক হতে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না"
(সূরা আলাক : আয়াত-১-৫)।

ইলমে দ্বীন হচ্ছে সেই ইলম যা অর্জন করে আল্লাহকে চিনা যায়, জানা যায়, তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়, সত্য ও সঠিক পথে চলা যায়, এবং সব সমস্যার সার্থক সমাধান করা যায়। ইলমে দ্বীন অর্জন করেই মানুষ দুনিয়া-আখেরাতে শান্তি ও মুক্তি লাভ করতে পারবে বলেই আল্লাহপাক সর্ব প্রথম ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যার মধ্যে ইলমে দ্বীন নেই সে সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ হতে বাধ্য। দ্বীনি শিক্ষার অভাব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অশান্তির মূল কারণ। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা নেই বললেই চলে। এজন্য আমাদের সমাজে অশান্তির অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে। শান্তির দূরতম লক্ষণ কোথাও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না। স্থানে স্থানে স্কুল কলেজ ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এসব কলেজ-ভার্সিটি থেকে অগণিত শিক্ষিত লোক বের হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত আছেন। প্রশ্ন হল- এত শিক্ষিত লোক থাকার পরও নীতিবান লোক পাওয়া যাচ্ছে না কেন? দুর্নীতি মামলার আসামী এমন সকল সরকারী কর্মকর্তাদের দেখা যায় যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। প্রশ্ন হলো এত উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এরা দুর্নীতিতে আসক্ত কেন? এরা দুর্নীতি করে কেন? সন্ত্রাসীদের বেলায়ও আমার একই প্রশ্ন। এর জবাব হল- স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয় না বলেই এখান থেকে নীতিবান লোক বের হয় না। নীতিবান হওয়ার মূল মন্ত্র হচ্ছে ইলমে দ্বীন। ইলমে দ্বীন তথা

ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফতের অধিকারী কোন ব্যক্তি কখনও সন্ত্রাস-দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে পারে না, সন্ত্রাস দুর্নীতিতে সহযোগিতা করতে পারে না। নৈতিকতা শিক্ষার একমাত্র স্থান হচ্ছে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থেকেই দ্বীনি শিক্ষা লাভ করতে হয়।

এজন্য দ্বীন শিক্ষার প্রসারের জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব অপরিসীম। যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করে তাদের মর্যাদা অতি উচ্চ।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- "তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইলম (ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফত) দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন"
(সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-১১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে
"বল, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান? (সূরা জুমার : আয়াত-৯)

আলেম হতে হলে তাকে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফত অবশ্যই অর্জন করতে হবে। ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফতের পূর্ণাঙ্গ রূপই হচ্ছে ইলমে দ্বীন। এই বিশ্বে চিকিৎসাবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, গণিতবিদ ও দার্শনিক হিসেবে যারা বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন তারা সবাই ছিলেন ইলমে দ্বীনে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।
ইলমে দ্বীন ব্যতীত কেউই চিকিৎসাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হতে পারবেন না। সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্ব পেতে হলে তাকে অবশ্যই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যানে ইলমে দ্বীন শিক্ষার বিকল্প নেই। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই।
ইলমে দ্বীন ছাড়া মানবতার মুক্তির কোন উপায় নেই। ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেকের উপরই ফরজ। এজন্য হাদীসে ইলম শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাজাহ)।
বর্ষ: ১৬, সংখ্যা

কুরআন-সুন্নাহর ইলম কেন কল্যাণময়

কুরআন মাজীদের একটি বিখ্যাত আয়াত-

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যে হিকমাহ প্রাপ্ত হয়েছে সে তো প্রভুত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে। -সূরা বাকারা (২) : ২৬৯

কুরআনে কারীমের প্রতিটি ইলম, প্রতিটি বিষয় কল্যাণ। কুরআনে কারীমের যে কোনো বিষয়ের উপর আমলের তাওফীকও কল্যাণ। কুরআনে কারীমের এক একটি অংশ যে অর্জন করে সে কল্যাণের এক একটি অংশ অর্জন করে। কুরআনে কারীমের এক একটি বিধানের উপর আমলের সৌভাগ্য যে অর্জন করে, সে খাইর ও কল্যাণের এক একটি বড় অংশ অর্জন করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিখ্যাত হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

তাহলে দ্বীনের ইলম, দ্বীনের প্রজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অনেক বড় নিয়ামত। যাকে তিনি কল্যাণ দান করতে চান তাকে এই নিয়ামত দান করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। দুনিয়াতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, আখিরাতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না।

ما شاءَ الله كانَ، وما لم يشَأْ لم يكُن.

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। তো হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কল্যাণ-ইচ্ছার একটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন যে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা, দান করেন। সে দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে, দ্বীনের বিধান অনুযায়ী চলতে পারে। আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন করে।

কুরআন ও সুন্নাহ্য় হিকমাকে খাইর বলে অভিহিত করা হয়েছে; বরং খাইরে কাছীর প্রভ,ত কল্যাণ বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল বান্দা যেন, এ ‘খাইরে কাছীর’ অর্জনে উৎসাহিত হয়। খাইর বলে জানবে কিন্তু তা অর্জনে সচেষ্ট হবে না- তা তো হতে পারে না। যার বিচার-বুদ্ধি আছে, কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি বিশ্বাস আছে, যে নিজের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চায়, সে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে জানবে যে, এই বিষয়টি খাইর, এটি কল্যাণ, তখন অবশ্যই তা অর্জনে সচেষ্ট হবে।

তো কুরআন ও সুন্নাহ তে এই কল্যাণ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষ যেন নিজেও এই কল্যাণ অর্জন করে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এই কল্যাণের চিন্তা-ভাবনা করে।

এখানে একথাটিও বুঝতে হবে যে, কুরআন-সুন্নাহের ইলম হচ্ছে এমন কল্যাণ, যা অর্জন করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। এটা নিছক মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক পর্যায়ের বিষয় নয়। ইচ্ছে হয় অর্জন করলাম, ইচ্ছে হল না অর্জন করলাম না- এমন বিষয় নয়; বরং এটা এমন খাইর, যার বিপরীত 'শার'। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে অকল্যাণ। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে ধ্বংস। এমন কল্যাণ, যা মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ। সুতরাং এটা ঐচ্ছিক কল্যাণ নয়; বরং এমন কল্যাণ, যা অর্জন করতেই হবে।

নিজেও অর্জন করতে হবে, নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকল মুসলিমের জন্য এই কল্যাণের শুভ কামনা অন্তরে পোষণ করতে হবে।

কুরআনে কারীমের সূরাতুত তাহরীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা অতি হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে ইরশাদ করেছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে।

কীসের থেকে রক্ষা করবে? 'نَارًا'-ঐ আগুন থেকে, ঐ জাহান্নাম থেকে وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ-যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَاد -সেই জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ। لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُم-যারা আল্লাহ তাআলার কৃত আদেশের অন্যথা করেন না। وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون-এবং তাদের যে আদেশ করা হবে তা-ই তারা করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখিরাতের সেই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। কাকে রক্ষা করার? اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُم-নিজেকে রক্ষা করার এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার।

রক্ষা করার উপায় কী? প্রকৃতপক্ষে রক্ষা তো করবেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া রক্ষাকারী কেউ নেই। এখানে যে আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর- একথার মানে কী? মানে হল তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার উপায় অবলম্বন কর। নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন কর, পরিবার-পরিজন, সন্তান-

সন্ততিও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন কর। সেই উপায় কী?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

اعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللهِ، وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ، ومُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، يُنْجِيكُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারি করো, নাফরমানী থেকে বেঁচে থেকো আর পরিবার-পরিজনকেও স্মরণ রাখার আদেশ করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন। তাফসীরে ইবনে কাছীর সহীহ বুখারীর এক দীর্ঘ ঘটনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কিছু যুবক সাহাবীকে যারা বেশ কিছু দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে ইলম অর্জন করেছেন, তাদের উপদেশ দিয়েছেন যে,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ.

পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং ওদের মধ্যে অবস্থান করো আর-

عَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُم.

তাদেরকে শেখাও এবং আদেশ কর। দুটো বাক্য, দুটো কথা। কিন্তু অনেক কথা এই দুই কথার মধ্যে আছে। عَلِّمُوْهُمْ-তাদেরকে শেখাও।

কী শেখাবে? তাদেরকে ইসলাম শেখাও, দ্বীন শেখাও। আকীদা শেখাও, আমল শেখাও। তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন কর। হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন কর। এটা হল শেখানোর পর্যায়।

এর পরের পর্যায় হল আদেশ কর। শুধু শেখানো নয়, শুধু শেখানোর দ্বারাই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং 'مُرُوْهُمْ' যা শেখানো হল সেই অনুযায়ী আমলের আদেশ কর। তাদেরকে পরিচালিত কর। তো কুরআন ও সুন্নাহর ইলম শেখা ও শেখানো, সহীহ আকীদা, সহীহ আমল শেখা ও শেখানো, হালাল-হারামের বিধান শেখা ও শেখানো এবং সেই মোতাবেক নিজের ও সংশ্লিষ্টদের পরিচালিত করার চেষ্টা করা- এটা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার এবং সংশ্লিষ্টজনদের রক্ষা করার উপায়।

এই আদেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে দান করেছেন।

কাদেরকে দান করেছেন? যারা মুমিন তাদেরকে। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করেছেন। ঈমানদাররা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ মোতাবেক চলতে হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হতে হবে। বিশ্বাস করে যে, দুনিয়াতে মানুষের কর্মের ফল আখিরাতে পেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এক দল জান্নাতী হবে, এক দল জাহান্নামী। এই বিষয়টি

তারা বিশ্বাস করে। কাজেই মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা সত্যে বিশ্বাস করেছ, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আমল কর-

তাহলে মুমিনকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হয় সে আলিম হবে অথবা মুতাআল্লিম। দ্বীনের জ্ঞানী হবে, কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রজ্ঞাবান আলিম হবে অথবা কুরআন-সুন্নাহ্র ছাত্র হবে অথবা কুরআন সুন্নাহ্র ইলমের শ্রোতা হবে, মনযোগের সাথে, আন্তরিকতার সাথে গ্রহণের নিয়তে কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি-বিধান শুনতে থাকবে। এর বাইরে- চতুর্থ প্রকারের লোক, না আলেম, না ছাত্র, না কুরআন-সুন্নাহ্র কথা শুনে সেই মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে- কোনোটাই নয়; বরং চতুর্থ প্রকারের। অর্থাৎ জাহিল। এই চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছুতেই হবে না। তাহলে তো ধ্বংস হতে হবে। দুনিয়ার জীবন ধ্বংসও হবে আখিরাতের জীবনও ধ্বংস হবে।

ধ্বংস থেকে যদি বাঁচতে হয় সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী গোটা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসের পথ থেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এর উপায়, কুরআন-সুন্নাহ্র ছাত্র হওয়া। কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা। তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'খাইর' বলেছেন, এটা এমন খাইর, এমন কল্যাণ, যার বিপরীত হল শার, অনিষ্ট-অকল্যাণ-ধ্বংস। এই কল্যাণ আমাদের অর্জন করতেই হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কী শেখায়? কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের বিশ্বাস কী হবে, আমাদের চিন্তা-চেতনা কেমন হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের ইবাদত-বন্দেগী কী হবে, তার পদ্ধতি কী হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের লেন-দেন কেমন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে। উপার্জনের কোন্ পদ্ধতি হালাল, আর কোনটি হারাম। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার কেমন হবে। আল্লাহর হক কীভাবে আদায় করা হবে, বান্দার হক কীভাবে আদায় করা হবে। আল্লাহকে কীভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে আর বান্দার সাথে কীভাবে ভালো ব্যবহার করতে হবে।কাজেই ভালো ও সজ্জন হতে হলে কুরআন-সুন্নাহর ইলমের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ উন্মুক্ত করেছেন। এই ইলমের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল অঙ্গন আলোকিত হয়। আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদত-বন্দেগী, লেন দেন, আচার-ব্যবহার সবকিছু সুন্দর হয়।দেখুন, আকীদা, ইবাদত এই পর্যন্ত তো সহজেই বুঝে আসে। কারণ সহীহ আকীদা মানুষ জানতেই পারবে না, যদি কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন না করে। তার সঠিক বিশ্বাস কী হবে, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস, মানুষের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিশ্বাস। মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে,

এ সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস অর্জনই করতে পারবে না, যদি কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের শরণাপন্ন না হয়।

ইবাদতের বিষয়টাও বুঝে আসে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদত সঠিক পন্থায় যদি করতে হয় তাহলে আমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। নামাযের নিয়ম শিখতে হবে, যাকাতের নিয়ম শিখতে হবে, সওমের নিয়ম শিখতে হবে, হজে¦র নিয়ম শিখতে হবে।

লেন-দেন সম্পর্কেও বুঝে আসে। কোন্ মুসলিম না জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান আছে। বেচা-কেনা হালাল, রিবা হারাম। এটা সকল মুসলিম জানে। তো প্রত্যেক মুসলিম মৌলিকভাবে জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান রয়েছে। হালাল মোতাবেক চলতে হলে জানতে হবে। হারাম থেকে বাঁচতে হলে জানতে হবে।

বাকি স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ- এই পর্যায়ে এসে অনেকের ভুল হয়ে যায়। পশ্চিমা শিক্ষাদর্শনের প্রভাবে মানুষের মনে এই চেতনা অনেক সময় জাগে যে, ভালো মানুষ তো সে, যার আচার-ব্যবহার ভালো। মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলে। মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। নিজের স্বার্থের উপরে অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের কিছু ভালো স্বভাব, কিছু ভালো আচরণকেই মানুষ ভালোর মানদন্ড মনে করে এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সেই বিষয়টি হচ্ছে, যে কোনো ভালো কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা ঈমানের সাথে, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। জগতে ভালো কাজ অনেকেই করে। কিন্তু প্রথমত ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গ ভালোত্ব আসতে পারে না। এক অঙ্গনে ভালো তো আরেক অঙ্গনে ঠিক এর বিপরীত। স্ব-দেশের লোকদের জন্য ভালো কিন্তু অন্য জাতির জন্য মহা হিংস্র এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। মানুষ সামগ্রিকভাবে সবার জন্য ভালো তখনই হয় যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত ভালো স্বভাব, ভালো আচরণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা ঈমানের সাথে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। এটা যদি না হয়, তাহলে স্বভাব-চরিত্রগত যত ভালো গুণ রয়েছে, সেগুলো দুনিয়াতে কিছু কাজে আসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতেই কিছু সুনাম-সুখ্যাতি দান করে দেন। আখেরাতে সে কোনো বিনিময় লাভ করতে পারে না।

স্বভাব ও আচরণগত ভালো কাজগুলোও তখনই প্রকৃত ভালো হয় যখন মানুষ দ্বীন-ঈমান শেখে, আল্লাহমুখিতা অর্জন করে, আল্লাহর জন্য করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقِهُوا.

এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে আল্লাহ পাক মাটির নীচে অনেক রকমের মূল্যবান ধাতু ও মূল্যবান বস্তুর খনি তৈরি করেছেন। সোনার খনি, রুপার খনি, তেলের

খনি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। সোনার খনির দাম বেশি। রুপার খনি আরেকটু কমদামী, কমদামী হলেও এটাও দামী। এরকম বিভিন্ন মানের বিভিন্ন রকম খনি মাটির নীচে আছে। এরকম মাটির উপরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিছু মানুষ দানশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অগ্রসর। গুণ ও যোগ্যতার মণি-মাণিক্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মাঝে স্বভাবগত যেসকল ভালো গুণ আছে সেগুলো ভালো।জাহেলি যুগে আরবে অনেক মানুষ ছিল, দানশীল। অনেক মানুষ ছিল মেহমানদার। অনেক মানুষ ছিল বীরত্বে শৌর্য-বীর্যে প্রসিদ্ধ। এরকমের বিভিন্ন গুণাবলী জাহেলী যুগেও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছিল। একেক পরিবার, এক এক গোত্র এক এক বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত ছিল। উপরোক্ত হাদীসে যেন বলা হল, জাহেলী যুগে স্বভাব ও চারিত্রিক বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে যারা ভালো হিসেবে পরিচিত ছিল ইসলামেও তারা ভালো। ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এক শর্তে। সেই শর্ত হল- إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করবে। কুরআন-সুন্নাহর সহীহ ইলম অর্জন করবে এবং সে মোতাবেক তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করবে।

তাহলে জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠত্ব আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কী পার্থক্য? জাহেলী যুগে যারা ভালো ছিল, তাদের প্রাপ্তি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু সুনাম-সুখ্যাতি। তারা যেহেতু ঈমান আনেনি, ইসলাম কবুল করেনি আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই। আর ইসলামে, ইসলাম কবুল করার পরে যারা ভালো, ইসলাম কবুল করার পরে যারা শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, মেহমানদার, দানশীল, খাইরের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রগামী তাদের প্রাপ্তি হল, যেহেতু তার এই ভালো গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান মোতাবেক ব্যবহৃত হয়েছে তাই তারা এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে দুনিয়াতেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছে, আখেরাতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সওয়াব অর্জনের উপযুক্ত হয়েছে।

তাহলে ভালো স্বভাব-আচরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ঐসময় যখন সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণায়, আল্লাহর জন্য, আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، إِذَا فَقِهُوا.

তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, আদব-আখলাকে শ্রেষ্ঠ।

এক শর্তে, সেই শর্ত কী?

إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করে।

তাহলে চিন্তা করে দেখি, দ্বীনের ইলম, কুরআন-সুন্নাহর ইলম কত বড় কল্যাণ। কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের মাধ্যমে মানুষের গোটা জীবন শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়। গোটা জীবন আল্লাহমুখী হয়। গোটা জীবনের সকল কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক, হালাল-হারামের বিধান মোতাবেক, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সম্পন্ন হয়। এইজন্য কুরআন ও সুন্নাহের ইলম হচ্ছে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ।

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

এই কল্যাণ আমাদের নিজেদেরকেও অর্জন করতে হবে, আমাদের সন্তানদেরকেও এর অধিকারী করতে হবে। একজন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিক্ষার চেয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের চেয়ে এবং কুরআন ও সুন্নাহর পথে পরিচালিত করার চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছুই দিতে পারেন না। এটাই বাবার পক্ষ থেকে আদরের সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার।

আমাদের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে সচেতন হতে হবে। দ্বীনী ইলম অর্জন করার, সহীহ আকীদা জানার, ইবাদতের সঠিক নিয়ম জানার, সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন কারীম পড়তে শেখার, কুরআনে কারীম বুঝতে শেখার এবং কুরআনের আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা সকল শ্রেণির মানুষকেই করতে হবে। শিশু-কিশোরকেও করতে হবে, বয়স্কদেরও করতে হবে। সর্বস্তরের ইলম চর্চা ও ইলম বিস্তারের এই ধারা কীভাবে জারি হতে পারে, কীভাবে গতিশীল হতে পারে- এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে।

বড়দের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি । পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলো এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে । তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।

এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ.

আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭০

অন্যান্য প্রাণিজগত থেকে মানবজাতির রয়েছে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য; যা মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছে এবং অন্যান্যদের মাঝে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। অন্যান্য প্রাণি শুধু তাদের জীবন ও প্রাণ রক্ষার তাগিদে নিজের সমস্ত চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করে। জীবন ধারণের এ সহজাত বোধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তাদের দিন-রাতের সমস্ত কর্ম আবর্তিত। তাদের জীবন থাকে নির্দিষ্ট স্বভাবের গণ্ডিতে বাঁধা। যার বৃত্ত থেকে কখনো তাদের উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু মানুষ এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল জীবন ধারণ ও জীবন যাপন করাই মানুষের সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়; বরং ইবাদাত তথা আল্লাহ তাআলার বন্দেগি করার জন্যই মানব জাতিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْن.

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬

তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন বহুগুণ। -সূরা মুজাদালা (৫৮) : ১১

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায়

বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর পর এ উম্মতের সবচে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.। অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : "تفقهوا قبل أن تسوَّدوا.."

তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه- : وبعد أن تسوّدوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنِّهم.

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন।

-সহীহ বুখারী, পৃ. ৩৯

খোদ ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখুন, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত। (দ্র. সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৮৯)

বড়দের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস। বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা জাগতিক শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভালো একটা চাকরি পাওয়া, একটু সুখী জীবন লাভ করার জন্যই সাধারণত এ শিক্ষা অর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরকালীন জীবনের কল্যাণ লাভ করা এ ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, ফেরেশতাদের দুআ-ইসতিগফার লাভ ইত্যাদি সবকিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত। আর যে কোনো মানুষই বোঝে, এ

ফযীলত অর্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। যে কোনো মানুষই ইলম শিক্ষা করার মাধ্যমে এ ফযীলতগুলো অর্জন করতে পারে।

قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও ইলমের মুযাকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিক

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনী ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে। তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ম হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছুর বুঝ অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

সালাফের জীবন থেকে কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

ইসলামের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মনীষী রয়েছেন, যাদের বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর তাদের হৃদয়ে ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগেছিল। এরপর নিরন্তর মেহনত ও অব্যাহত মুজাহাদার মাধ্যমে তারা ইলম অর্জন করেন এবং নিজেদের ও অন্যদের ইলমের আলোয় আলোকিত করেন। এমন কয়েকজন মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আলী ইবনে হামযা

ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহুর প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহু শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه.

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। -আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

আবদুর রাহমান ইবনুল কাসেম

মালেকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। ইমাম মালেক রাহ.-এর সবচে কাছের ছাত্রদের অন্যতম। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরার রচয়িতাও তিনি। মালেকী মাযহাবে মাশহুর রেওয়ায়েত বলতে উপরোক্ত গ্রন্থে ইবনুল কাসেম বর্ণিত ইমাম মালেক রাহ.-এর বক্তব্যকেই বুঝানো হয়। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পর। কাযী ইয়ায রাহ. লিখেন-

قال ابن وضاح سمع ابن القاسم من المصريين والشاميين، وإنما طلب وهو كبير.

ইবনে ওয়ায্যাহ বলেছেন, ইবনুল কাসেম মিসর ও শামের উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। আর তিনি অনেক বয়স হওয়ার পর ইলম অন্বেষণ শুরু করেন।

-তারতিবুল মাদারিক ৩/২৪৮

আল্লামা ইবনে হাযম রাহ.

ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রাহ. তার ব্যাপারে বলেন-

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي.

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রাহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন।

(মু'জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী)

ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম

ইলমী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সত্য কথন ও সাহসী উচ্চারণে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ যাকে সুলতানুল উলামা (উলামা-সম্রাট) উপাধি দিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সম্রাটতুল্য একজন মানুষ। মানুষের হৃদয়জগতে তিনি ছিলেন সম্রাটের চেয়েও সম্মানিত। পরাক্রমশালী শাসকেরা পর্যন্ত মাথা নত করত তার সামনে। ইয্যুদ্দীন রাহ.-এর জানাযার খাট নিয়ে মানুষ যখন শাহী প্রাসাদের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল তৎকালীন শাসক আলমালিকুয যাহির তখন বলেছিল-

আজ আমার রাজত্ব স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। এই শায়েখ যদি জনগণকে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলতেন তাহলে তিনি আমার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারতেন।

-তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এই উলামা-সম্রাটও ইলম শেখা শুরু করেছেন বয়স অনেক হওয়ার পরে। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে-

كان الشيخ عز الدين في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل إلا على كبر.

ইয্যুদ্দীন রাহ. প্রাথমিক অবস্থায় খুবই গরীব ছিলেন। তিনি ইলম অর্জনে মাশগুল হয়েছেন অনেক বয়সে। -তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা ৮/২১৫

এগুলো তো গেল সালাফের যুগের ঘটনা। আমাদের এ যুগেও বয়স হওয়ার পর দ্বীনী ইলম অর্জনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ইলম শিক্ষার্থী কিয়ামতের দিন আমির হিসেবে উত্তীর্ণ হবে

(١٨)عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ أَجْوَدُ جُودًا قَالُوا الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله أَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ وَأَجْوَدُهُمْ مِّنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَه يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا وَحْدَهُ أَوْ قَالَ أُمَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ الْبَيْهَقِى(

অর্থ: আনাস ইবনু মালিক (রাজি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার, সর্বাপেক্ষা বড় দানশীল কে? সহাবীগণ উত্তরে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, দান-খয়রাতের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। আর বনীআদামের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা। আর আমার পর বড় দাতা হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করবে এবং তা বিস্তার করতে থাকবে। কিয়ামাতের দিন সে একাই একজন "আমির' অথবা বলেছেন, একটি উম্মাত হয়ে উঠবে।"
[বায়হাকি- ১৭৬৭, হায়সামি-১/১৬৬, মিশকাত, হাদিস নং-২৫৯]

ব্যাখ্যা: এই হাদিসে সর্বোচ্চ দানবির আল্লাহ তাআলা বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যার কারণ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। মাটির অতল গহবর থেকে নিয়ে সপ্ত আসমানের উপরে আরশ পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসের কণায় কণায় আল্লাহ তাআলার দান, অনুগ্রহ এবং দয়া ব্যাপৃত-বিস্তৃত হয়ে আছে। মানুষের পূর্ণতা, সৌন্দর্য এবং সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শান্তি, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ, উভয় জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিপুণতা আর করুণার সুবিমল ছাপ ছড়িয়ে আছে। মানুষের হিদায়াত এবং সঠিক পথের দিকনির্দেশের জন্য নবি-রাসূলের মতো পবিত্র-মহান ব্যক্তি প্রেরণের চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কিইবা হতে পারে। বান্দার দৈহিক ও আত্মিক কল্যাণের প্রকাশ্য প্রাণ সঞ্জীবনীমূলক এবং প্রশান্তিদায়ক সকল ব্যবস্থাপনা দিয়ে আল্লাহ উদা স্বীয় অম্বুবান দয়া আর মেহেরবানির বারিধারায় সিক্ত রেখেছেন এ ধরণীর সরল জীব-অনুজীবকে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই, যে কোন দিগন্তে দৃষ্টি রাখি না কেন মহান আল্লাহর সুনিপুণ করুণার অপরূপ দৃশ্য নজরের ফ্রেমে বন্দি হবেই।

আল্লাহ তাআলার পরে বনি আদমের মাঝে সবচেয়ে বড় দানবির আমাদের প্রিয়নবি সা. শ্রাম নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন। এটি একটি অখণ্ডনীয় ধ্রুব সত্য কথা। রাসূল সা. এর আগমন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মাখলুকাতের হিদায়াত, সুপথপ্রাপ্তি এবং অনুদান-অনুকম্পার উৎসকেন্দ্র। বিরল আতিথেয়তা, দান-দাক্ষিণ্য, সাহায্য-সহমর্মিতা, ইলম- আমল, বনি আদমের

কল্যাণকামিতা, সঠিক পথের দিশা প্রাপ্তির দাওয়াত ও তাবলিগ সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় রাসূল সা. এর উদারতা এবং দিকনির্দেশনার রেখাচিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

এরপর রাসুল সা. সবচেয়ে দানশীল মানুষ বলে স্বীকৃতি দিলেন সে ব্যক্তিকে, যিনি দ্বীনি জ্ঞান আহরণ করে- মানুষের মাঝে তা বিস্তার করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। দ্বীনি ইলম বিস্তার করার সংজ্ঞায়- ওয়াজ-নসিহত, দাওয়াত-তাবলিগ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, লেখালেখি সকল কিছুই শামিল আছে। এমন লোকের ব্যাপারে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি কিয়ামতের মাঠে আমির বা নেতা হিসেবে উত্থিত হবেন।

কারণ, অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে তার কর্মতৎপরতা, ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত, সাফল্যের কারণে একক উম্মাহ বা জাতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন পবিত্র কুর'আনে নবি ইব্রাহিম আ. কে 'উম্মাহ' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। إن إبراهيم كان أمة

হাদিসের আলোচ্য ব্যক্তি তার বিশাল ব্যক্তিত্বের দরুণ একাই 'উম্মাহ' নাম ধারণ করার যোগ্যতা অর্জনকারী হয়ে যায়। তাছাড়া হাদিসের অর্থ এটাও হতে পারে- সে ব্যক্তি স্বীয় ইলম প্রচারের ফলে যে সকল লোক তার ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে, কিয়ামতের দিন সবাই তার অনুগামী হয়ে যাবে। আর তিনি সকলের নেতা হয়ে অগ্রভাগে চলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। বাস্তবেই এটি তার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য আর সম্মানের বিষয়- যা সে শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন অর্জন করার বদৌলতে লাভ করবেন।

আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করা :

আল্লাহর নিকট ইলমসহ যাবতীয় কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর নিকট চাওয়ার মাধ্যমে ইলম অর্জিত হলে তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই অর্জন করা সম্ভব। আর যদি না চাওয়াতেই ইলম আসে, তা দিয়ে দুনিয়া সম্ভব আখিরাত কখনই অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ 'অনেকে বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালের কোন অংশ নেই' *(বাক্বারাহ ২/২০০)*।

আর এজন্যই নবী রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাইতেন। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা করে বলেন, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِين 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(শু'আরা ২৬/৮৩)*। অনুরূপ মুসা (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي- وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي- يَفْقَهُوا قَوْلِي 'হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বহা ২০/২৫-২৮)*। আর এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকট উপকারী ইলমের প্রার্থনা করতেন। হাদীছের ভাষায় রাসূল (ছাঃ) প্রতি ফজর ছালাতের পর প্রার্থনা করতেন এ বলে যে , اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلا 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি'।

সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা।

পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হ'ল সুশিক্ষা। কেননা সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়াতে যেমন মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমাজে শান্তি আসবে, তেমনি আখেরাতের পাথেয় অর্জনের পথ সুগম হবে। মৃত্যুর পর মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায় অথচ দ্বীনি ইলম অর্জন করে শিক্ষা দিলে তা কবরে পেঁŠছানোর অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন. إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত। এই তিনটি আমল হ'ল, প্রবহমান ছাদাক্বা, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে।

مِع

ইল্ম অর্জনকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা

ইলম এমন একটি ফযিলাতপূর্ণ বিষয় যারাই এর সাথে সম্পৃক্ত হবেন, তারাই মর্যাদার অধিকারী হবেন। আলিম হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবদান অনেক। সেজন্য আলিমের পিতা-মাতা পিতা-মাতার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সেগুলো হলো:

১. পিতা-মাতা পথপ্রদর্শনকারী হিসাবে সওয়াব পাবেন :

পিতা-মাতা সন্তানকে আলিম বানানোর জন্য লালন-পালন, অর্থ ব্যয় ও সময়দানসহ সামাজিক নানা প্রতকুলতা উপেক্ষা করে দীনি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে থাকেন। এর কারণে আলিম সন্তান যত ভাল কাজ করবেন, তার সওয়াবের অনুরুপ সওয়াব ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী হিসাবে পিতা-মাতা পাবেন বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

অর্থ: “ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে” [সহীহ মুসলিম : ৫১৩১]।

২. আলিমের পিতা-মাতার চক্ষু শীতল হবে:

একজন ইমানদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দুআ করে নেক সন্তানের জন্য, যাকে দেখলে তার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। আর সত্যিকার একজন আলিম সন্তানের পক্ষেই সেটা সম্ভব। কুরআন মাজীদে এ দিকেই ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ : এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

[সূরা :আল-ফুরকান : ৭৪]

৩. আলিমের পিতা-মাতা নেক সন্তানের কারণে মৃত্যুর পর ছাওয়াব পাবেন :

নেক সন্তান বলতে ইমানদার সন্তান রেখে যাওয়া। যারা মাতা-পিতা বেচে থাকা অবস্থায় তাদের অনুগত যেমনটি ছিল, তাদের মৃত্যুর পরও তারা মাতা-পিতার জন্য আল্লাহর কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যা একজন আলিম সন্তানই বেশি করে থাকে। আবু উমামাতা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعَةٌ تَجْرِى عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِىَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُو لَهُ.

অর্থ: মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর ৪ টি আমলের সওয়াব অব্যাহত থাকে: ১.যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দিল তার সওয়াব ২. ভাল কাজ চালু করার ফলে তাকে যারা অনুসরন করল তার সওয়াব ৩. যে ব্যক্তি এমন সদকাহ করলো, যা প্রবাহমান থাকে তার সওয়াব, ৪.এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া- যে তার জন্য দোয়া করে [মুসনাদ আহমাদ: ২২২৪৭]।

এ বিষয়ে আরো হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ . فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ.

অর্থ: আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর পর কোন বান্দাহর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে হে আমার রব, আমিতো এতো মর্যাদার আমল করিনি, কীভাবে এ আমল আসলো ? তখন বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ মর্যাদা তুমি পেয়েছো”
[আলআদাবুল মুফরাদ:৩৬]।

৪. আনুগত্যশীল সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার গৌরব অর্জন :
প্রত্যেক পিতা-মাতাই চান যে, সন্তানেরা তাদের অনুগত হবে, খেদমাত করবে,তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করবে। একজন আলিম যেহেতু কুরআনের ধারক-বাহক, তাই এমন কাঙ্খিত সন্তান আলিমের পক্ষেই হওয়া বেশি সম্ভব। কেননা কুরাআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا-وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ : তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার

জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।

[সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪]

প্রকৃত ইলম কীভাবে লাভ হয়?

প্রকৃত ইলম তাকওয়ার মাধ্যমে লাভ হয়। কারণ রাসূল সা. বলেছেন,

فَقِيهُ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

'একজন ফকীহ শয়তানের কাছে একহাজার আবেদ থেকে বেশি ভারী। [তিরমিজী হাদীস নং ২৬৮১; ইবনে মাজাহ ২২৭]

শুধু কিতাবী ইলম দিয়ে শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা বোঝা যায় না। বরং তাকওয়ার মাধ্যমে যে ইলম লাভ হয় তার মাধ্যমে বোঝা যায় শয়তানের ধোঁকা-প্রতারণা। সে ইলমের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ."

'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের ইলম ও সমঝ দান করেন। নিশ্চয়ই আমি বণ্টনকারী আর আল্লাহ হলেন দাতা। কেয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত আল্লাহর দ্বীনের ওপর কায়েম থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না
[বুখারী ৭১]

সাহাবায়ে কেরাম তো লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে পারতেন না। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাদের সম্পর্কে বলেছেন, أَعْمَقُهُمْ عِلْمًا 'তারা উম্মতের মাঝে গভীর ইলমের অধিকারী।' তারা তো কোনো কিতাবাদি পড়েননি, তাহলে কীভাবে হলেন এমন গভীর ইলমের অধিকারী? আসলে রাসূল সা.-এর সোহবতের বরকতে পেয়েছেন সেই ইলম। তাকওয়ার মাধ্যমে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে রাসূল সা. দোয়া করেছেন,

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনী বুঝ ও সমঝ দান কর।'

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

شَكَوْتُ إِلَي وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِيَّ فَاوْصَانِي إِلَي تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ الهِيَ وَنُوْرُ اللهِ لَا يُعْطِي لِعَاصِيٍ

'আমি ইমাম ওয়াকীর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলে তিনি জবাবে বলেন, গোনাহ ছেড়ে দাও। কেননা ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর যা কোনো গোনাহগারকে দেয়া হয় না।'

সেটা কেমন ইলম গোনাহ যার প্রতিবন্ধক? কিতাবী ইলমের জন্য তো গোনাহ প্রতিবন্ধক নয়। কাফের ফাসেকও অর্জন করতে পারে কিতাবী ইলম। সুতরাং বোঝা গেলো, ইমাম শাফেয়ী রহ. কিতাবী ইলমের অভিযোগ করেননি, বরং অভিযোগ করেছেন প্রকৃত ইলমের।

আলিমের বৈশিষ্ট্য

আলিমদের মর্যাদাকে যেমনিভাবে সমুন্নত করা হয়েছে, তেমনিভাবে তাদের বেশ কিছূ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। আর সেগুলো হলো:

১. কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া

একজন আলিম অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। তা নাহলে তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারবেন না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
অর্থ : "অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"
[সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪]

২. দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সমাধান দেয়ার যোগ্যতা থাকা

একজন আলিম অবশ্যই কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলবেন। মিথ্যা, বানেয়াট অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনী বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকবেন। এ বিষয়ে জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলূল্লাহ সাল¬াল¬াহু আলাইহি ওয়াসাল¬াম বলেছেন,

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহর কথা হলো উত্তম কথা, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথ হলো উত্তম পথ ।"
[সহীহ মুসলিম : ১৪৩৫]

৩. বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা

ইলমের সাথে আমল একান্ত আবশ্যক বা অপরিহার্য্য। ইলম ব্যতীত আমল এবং আমল ব্যতীত ইলম কোনটাই উপকারী নয়। যে ইলমের সাথে আমল নেই, তা অজ্ঞতার পর্যায়ভূক্ত। একজন আলিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তিনি যা বলবেন তার উপর আমল করবেন। আল্লাহ তা'আলা

বলেন,

َيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ – كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون

অর্থ : “হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়।”

[সূরা আসসফ : ০২]

৪. সুন্নাহর বাস্তব নমুনা হিসেবে পেশ করা

পোশাক-পরিচ্ছেদ, দাড়ি, চলা-ফেরা কথা-বার্তাসহ সকল কাজে একজন আলিম নিজেকে সুন্নাহর বাস্তব নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করবেন। এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

\অর্থ : “এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।” [সূরা আল-হাশর :৭]

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ" ِ

অর্থ : “তোমাদের উচিৎ আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতকে অনুসরণ করো [শরহে মুশকিলুল আসার:১১৮৬]

বাংলাদেশে যোগ্য আলিমের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, আমাদের গর্ব। এই দেশেই প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। অধিকাংশ মানুষই ইসলাম প্রিয়। কিন্তু এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, বিভিন্ন সংস্থা ও মিডিয়ার ভূমিকায় দিন দিন মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিশেষ করে মোবাইল ও ইন্টারনেটের সংস্কৃতি যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ অপকৌশল। তাই নানাবিধ কারণে যোগ্য আলিমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বিকার্য।

১. জাতিকে সজাগ সতর্ক করা

বর্তমান এই বিশ্বের পেক্ষাপটে মুসলিম জাতি আজ নানাভাবে দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় একদল যোগ্য আলিমের খুবই প্রয়োজন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
অর্থ : "অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।" [সূরা আত-তাওবাহ : ১২২]

২. দ্বীন শিক্ষা দেয়া আল্লাহ তা'আলা দ্বীন শিক্ষা করাকে ফরয করে দিয়েছেন। আর ঈমান, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাতসহ দীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করার জন্য আলিমদের নিকটই যেতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন বললেন

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ (زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

অর্থ : "তুমি এমন এক কাওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। [যারা কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী] সর্ব প্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য দান।" অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে

জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধানে থাকবে।" [সহীহ বুখারি : ১৪৫৮]

৩. মাসআলা-মাসআলা জানা

একজন ঈমানদারের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই প্রয়োজন নানাবিধ বিষয়ের সমাধান। আর এ সমাধানের জন্য আলিমের বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল র. বলেন

الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين ، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس"مفتاح دار السعادة "

(১/৬৫-৬৬)

অর্থ : "মানুষ প্রতিদিন এক বা দুবার খাবার ও পান করার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, কিন্তু প্রতিক্ষণেই ইলমের প্রতি ধাবিত হতে হয়।"

[মিফতাহু দারুস সাআদাহ ,১/৬৫-৬৬]

৪. জান্নাতের পথে চলা

একজন ঈমানদার বান্দার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো জান্নাত। আর জান্নাতে যাওয়ার সঠিক পথ কোনটি তা জানার জন্য আলিমের প্রয়োজন। আর জান্নাতে পথে চলার ঘোষণা দিয়ে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

অর্থ : "বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অর্জন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্ল¬াহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি।" আর আল্লহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। [সুরা আলে-ইমরান : ১৫]

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইলম অর্জনের তাওফীক দিন ।

ইলম অর্জনে যেসকল কল্যাণ নিহিত

১.ইলম অর্জনের মাধ্যমে উত্তম সম্পদ লাভের বিশেষ সুযোগ

সম্পদ অর্জনের প্রতি প্রতিটি মানুষেরই বিশেষ আগ্রহ থাকে। আর ইলম অর্জনের মাধ্যমে উত্তম সম্পদ লাভের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে উকবা ইবন আমের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ

অর্থ : "তোমাদের কোন্ ব্যক্তির এটা পছন্দ যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়াই এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট না করে বুতহান অথবা আকীক প্রান্তরে গিয়ে দু'টো বিশালকায় উট নিয়ে আসবে?" আমরা বললাম, আমাদের সবারই তা পছন্দ। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কোন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কুরআন হতে দু'টি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দু'টি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম।" [সহীহ মুসলিম : ১৩৩৬]

২ উত্তম জিহাদ হল ইলম অর্জন

জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা চালানো । বর্তমান সময়ে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হলে ইলম অর্জন খুবই জরুরী । আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জিহাদ হলো বিভিন্ন বিষয়ে ইলম অর্জন করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থ : "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) কর।" [সূরা আল-ফুরকান : ৫২]

ইবনুল কায়্যিম রহ. কুরআনের সাহায্যে জিহাদ করাকে বড় জিহাদ বলে উল্লেখ করেছেন। [মিফতাহু দারিস সাআদা : ১/৭০]

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُم

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল,জীবন এবং ভাষা দ্বারা জিহাদ করো। [সুনান আবু দাউদ :২০৬]

৩. ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে

ইলম এমন একটি বিষয় যা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে । এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

অর্থ : "নিশ্চয় এর পূর্বে যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে।" [সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৭]

৪. আমল করার পূর্বে ইলম অর্জন অপরিহার্য

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তাই ইবাদাত পালনের পূর্বে এ বিষয়ে ইলম হাসিল করা জরুরী। তা নাহলে সহীহভাবে ইবাদাত পালন করা যাবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

অর্থ : "অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারীÑপুরুষদের ত্র"টি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।"

[সূরা মুহাম্মদ : ১৯]

৫. ইলম অর্জন জান্নাতে যাওয়ার পথে সহায়ক

জান্নাত হল মুত্তাকীনদের জন্য পরকালের আসল নিবাস। যা আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের জন্য পুরস্কার হিসেবে প্রস্তুত রেখেছেন। একজন মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো জান্নাত পাওয়া । আর ইলম হাসিলের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ হয়ে যায়। মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ: سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّة،ِ

অর্থ : ‘‘আল্লাহ আমার প্রতি ওহী করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে কোনো রাস্তা অবলম্বন করে, আমি তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেই।’’
[বাইহাকী, শু‘আবুল ঈমান : ৫৩৬৭, সহীহ সনদে বর্ণিত]

৬. ইলম অর্জন করা ফরয

দীন ও দুনিয়া যাই হোক না কেন, ইলম ব্যতীত মানুষ কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না। দীন ও দুনিয়ায় সফলতা লাভ করতে চাইলে ইলম অর্জ অতি জরুরী। তাই ইলম অর্জনকে ইসলামে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ : আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইলম অণে¦ষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

[সুনান ইবনে মাজাহ]

ইলম অন্বেষণকারীর কল্যাণ কামনায় সমগ্র সৃষ্টিকুল

(٢٠عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدُ وَالَّا خَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْر

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والدارى)

অর্থ: আবু উমামাহ আল বাহিলি (রাজি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

এদের একজন ছিলেন ইবাদাতকারী, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন আলিম (জ্ঞান অনুসন্ধানকারী)। তিনি বললেন, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা হল যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন

সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফিরিশতাকুল এবং আকাশমণ্ডলী ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষাকারীর জন্য দুআ করে।
[তিরমিযি-২৬৭৫, সহিহুত তারগিব -৮১, দারিমি ১/৯৭-৯৮, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং-২১৩]

ব্যাখ্যা: উক্ত হাদিস দ্বারা আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। রাসূল সা. একজন শুধুমাত্র ফরজ ইবাদাত আদায়কারী শরয়ি জ্ঞানে আলিম ব্যক্তি আর ফরজ পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী একজন সাধারণ অধিক ইবাদতগুজার ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, "আমার একজন সাধারণ সাহাবির উপর আমার যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব আর বড়ত্ব রয়েছে, একজন সাধারণ আবিদের উপর একজন আলিমের তদ্রুপ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

একজন সাধারণ সাহাবির উপর নবিজির শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপ তা সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এতে পরিপূর্ণ আবিদের উপর প্রাজ্ঞ আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, মানুষকে উত্তম জ্ঞান (দ্বীনি জ্ঞান) শিক্ষাদানকারীর উপর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করেন, আরশ বহনকারী ফিরিশতা এবং আসমানের সকল বাসিন্দা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জমিনের সব মানব, দানব, পশুপাখি আর জীবজন্তু এমনকি গর্তের পিপীলিকা, পানির গহীনের মাছও তার কল্যাণের দুআ করে।
এখানে মাছ আর পিপীলিকার কথা বলে জল-স্থলের সকল প্রাণীকে শামিল করা হয়েছে। স্থলভাগের জীব থেকে পিপীলিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো- জমিনের যাবতীয় জন্তুর মাঝে একমাত্র পিপীলিকা-ই ভবিষ্যতের জন্য জীবিকা সংগ্রহ করে রাখে বেশি। তাই সংগৃহীত সঞ্চয়ের বরকত লাভ তাদের-ই বেশি প্রয়োজন। আর সেটা হয়ে থাকে আলিমের টিকে থাকার মাধ্যমে।

"خير" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো-দ্বীনি জ্ঞান এবং এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে আখিরাতের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়।

আলিমের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উক্ত হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। ইলমের উপকারিতা গতিশীল-সংক্রমণশীল। কিন্তু ইবাদতের ফায়েদা প্রগতিশীল নয়, সীমাবদ্ধ। আবার ইলম অর্জন করা ফরজ, অতিরিক্ত ইবাদাত করা নফল কাজ। তাই ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশি।

আলিমের চেহারার সজীবতা এবং তাদের সচ্ছলতা

عن ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغه كَمَا سَمِعَه
فَرُبَّ مُبَلَّغ أوْعى لَه مِنْ سَامِع .ِ
)رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابن مَاجَة (َ

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাজি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে। অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মৃতিধর হয়ে থাকে। ['তিরমিযী-২৬৫৮, ইবনু মাজাহ -২৩২, মুসনাদে শাফি'ঈ-১৬, মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং- ২৩০]

ব্যাখ্যা :فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَه

'যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।" অর্থাৎ- শ্রুত কথার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কমবেশী না করে ঠিক সেভাবেই তা অন্যের নিকটে পৌঁছিয়েছে যেভাবে তা শুনেছে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে হাদিস বর্ণনাকারী, শিক্ষাদানকারী, গবেষক, চর্চাকারী, প্রচারকারী সকলের সুখময়, স্বাচ্ছন্দ্যকর জীবনের দুআ করেছেন এজন্য যে, তিনি ইলমের উজ্জ্বলতা এবং সুন্নাতের সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এটি তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ উপযোগী দুআ।

এজন্য দেখা যায়, যে সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হাদিস চর্চা, পাঠদান, প্রচার-প্রসার এবং গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন, তারা পার্থিব জীবনে সদা খুবই প্রফুল্ল, প্রশান্ত, স্বস্তিদায়ক ও মর্যাদাকর জীবন অতিবাহিত করেন। এ থেকে তারা জান্নাতে কত বিরাট নিয়ামতরাজির মালিক হবেন তা সহজে অনুমান করা যায়।

এ হাদিস প্রমাণ করে হাদিস বর্ণনাকারী ও তার শিক্ষা অর্জনকারীর জন্য অনেক মর্যাদা ও ফজিলত রয়েছে। কেননা, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস সংরক্ষণকারী ও তা বর্ণনাকারীর জন্য এমন দুয়া করেছেন যা তার উম্মাতের মাঝে অন্য কারোর জন্য করেননি। হাদিস সংরক্ষণকারী, প্রচারকারী, শিক্ষাদানকারী, শিক্ষার্জনকারীসহ যারাই যে কোন পদ্ধতিতে হাদিসের খিদমত করে যাচ্ছেন, সকলে উক্ত দোয়ার ভাগিদার হবেন। আর যাদের জন্য স্বয়ং দু'জাহানের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানি থেকে দুআ নিঃসৃত হয়,

তারা নিঃসন্দেহে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে সফলকাম। এরপর নবিজি হাদিস শুনার পর অন্যের কাছে পৌঁছানোর রহস্য বা হিকমত তুলে ধরে বলেন, فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ "অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে শ্রোতার চাইতে অধিক স্মরণকারী হয়।" অর্থাৎ- অনেক সময় এমন লোক দেখা যায়, যিনি কারো নিকট থেকে হাদিস শুনেছেন কিন্তু তিনি ঐ হাদিসের মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি। বরং, এ ব্যক্তি হাদিসটি যখন অন্য কারোর নিকট পৌঁছিয়ে দেন তখন ঐ দ্বিতীয় শ্রোতা প্রথম শ্রোতার চাইতে হাদিসের মর্ম বুঝতে অধিক পারঙ্গম হন। তার অর্থ বুঝতে অধিক বুদ্ধিমান হয়। এতে প্রথম শ্রোতার চাইতে দ্বিতীয় শ্রোতা অধিক লাভবান হয় এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য লোকজন হাদিস নিংড়ানো মাসআলা- মাসায়েল জানতে পেরে অনেক উপকৃত হন। এদিকে ইঙ্গিত করে অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে-

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

মর্মার্থ: 'জ্ঞানের অনেক বাহক আছে যারা অর্জন করা জ্ঞান থেকে মাসআলা সাব্যস্ত করতে পারে না বিধায় অর্জিত জ্ঞান থেকে তেমন কিছু উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের কাছে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা সে জ্ঞান থেকে যথার্থভাবে মাসআলা সাব্যস্ত করতে পারে। ফলে সে জ্ঞান দ্বারা নিজে উপকৃত হয়, জ্ঞানের বাহকও উপকৃত হয়।'

রাসূল (সা) এর দুআ কিন্তু জ্ঞান বহনকারী এবং যার কাছে জ্ঞান বহন করা হয়েছে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا হাদিসের এই অংশের "" বহুবচনের শব্দ থেকে বোঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজের ব্যাপারে জানার পর তা অন্যের কাছে প্রচার করলেও একই ফজিলত অর্জন করা যাবে। কারণ, হাদিসে রাসূলের মতো সাহাবায়ে কেরামের কথা-কাজও আমাদের জন্য অনুকরণীয়-অনুসরণীয়। এর প্রচার-প্রসার করলেও হাদিসে বর্ণিত রাসূলের সুসংবাদের অংশীদার হওয়া যাবে।

আলিম এবং তালিবে ইলমের প্রতি আল্লাহর অবিরাম রহমত বর্ষণ

(৪০عن أبى هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلا ذِكْرَ اللهِ وَمَا وَالاهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا ."
)رواه الترمذي وابن ماجة (

অর্থ: আবু হুরাইরা (রাজি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়া ও তার মাঝের সকলকিছুই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ তাআলার যিকির ও তার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল, আলিম ও ইলম অন্বেষণকারী এর ব্যতিক্রম (অভিশপ্ত নয়)।
[মিরকাত শরহে মিশকাত-৫১৭৬; ইবনু মা-জাহ- ৪১১২; জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩২২]

ব্যাখ্যা: হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া নিয়ে মশগুল থাকা এবং দুনিয়াবি যে সকল কর্মকাণ্ড (হারাম, নাজায়েজ, অবৈধ কাজ) আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, সেগুলি থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন। যাতে এগুলোতে মত্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত না হয়ে যায়। সাথে সাথে যে সকল কর্মসূচি আল্লাহমুখী করে (জিকরুল্লাহ, ইবাদাত, ইলম অন্বেষণ, কল্যাণকর কাজ), সেগুলি আঞ্জাম দেওয়ার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব এবং উৎসাহ দিয়েছেন।

"إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةً مَلْعُونُ مَا فِيهَا" পুরো দুনিয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অভিশপ্ত, অপ্রশংসনীয়। কারণ, সে নিজের কৃত্রিম চাকচিক্য, ক্ষণিকের ঝলকানি এবং মোহ দিয়ে বান্দাকে আল্লাহর গোলামি, বন্দেগি থেকে নিবৃত্ত করে প্রবৃত্তি পূজা, খাহেশাতের অনুগামী করে দেয়। হিদায়াতের সরল, শুভ্র রাজপথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। অনুরূপভাবে যে সকল আমল আল্লাহর স্মরণ, রবের ইবাদাত এবং সৎকর্ম থেকে গাফেল, উদাসীন বানিয়ে দেয়- সেগুলিও আল্লাহর কাছে নিন্দনীয়, অভিশপ্ত।

উল্লেখ্য, হাদিসে দুনিয়াকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তার মানে দুনিয়া একেবারে কামাই করা যাবে না, দুনিয়াবি কাজ করা যাবে না, বৈরাগী জীবন অবলম্বন করতে হবে-এমন নয়। বরং, দুনিয়াবি কাজ করা বৈধ। তবে সেটি হতে হবে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে। দুনিয়াতে কাজ করেই আখিরাতের সম্বল যোগাড় করতে হবে। এজন্য এক হাদিসে

নবিজি(সা.) বলেন, الدُّنيا مَزرَعَةُ الْآخِرَة দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত।
[মুস্তাদরাক লিল হাকিম]

বিখ্যাত সাহাবি ইবনে আব্বাস (রাজি) বলেন, "আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে তিন অংশে ভাগ করেছেন। এক অংশ মুমিনের, এক অংশ মুনাফিকের এবং এক অংশ কাফিরের জন্য। ঈমানদার নিজের জন্য বরাদ্দকৃত অংশে পরপারের সম্বল, পাথেয় জমা করে। মুনাফিক পার্থিব শোভন, সৌন্দর্যের পিছনে ছুটতে থাকে। আর কাফির ভোগ-বিলাস এবং খেল-তামাশায় কাটিয়ে দেয়।

[মিরকাত শরহে মিশকাত-৫১৭৬]

এ ছাড়া এ হাদিসের অংশ থেকেই বোঝা যায়, দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে অভিশপ্ত নয়। বরং, দুনিয়াতে এমন অনেক কাজ আছে যা অভিশাপ থেকে মুক্ত। যেমন জিকরুল্লাহ, আল্লাহর মর্জি হাসিল হয়- এমন সব ইবাদাত।

নবিজি বলেন, "ُإِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالاَه" (দুনিয়াতে জিকরুল্লাহ এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল অভিশাপের অন্তর্ভূক্ত নয়।)

জিকরুল্লাহ বলতে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা হতে পারে। অথবা যাবতীয় ইবাদাতও হতে পারে। কারণ, মুমিনের সকল ইবাদাতে আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর "ُمَا وَالَاه" সমস্ত ভালো কাজ, আল্লাহর নৈকট্যশীল সব আমল, শরিয়তের সকল আদেশ মানা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা- উদ্দেশ্য। অথবা এর অর্থ হলো, ইবাদতের যাবতীয় শরিয়তসিদ্ধ ফলপ্রসূ পন্থা, উপায় অবলম্বন করা দোষের নয়।

"وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا" আল্লামা তিবি রহ. বলেন, হাদিসে উল্লিখিত "ُمَا وَالَه" এ শব্দের মধ্যে 'ইলম অন্বেষণ এবং শিক্ষাদান'ও অন্তর্ভূক্ত। এরপরও ইলমের স্বতন্ত্র মর্যাদা- ফজিলতের দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে এর কথা আলাদাভাবে দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায়, আলিম এবং তালিবে ইলম হলেন আল্লাহর কাছে মানুষের মাঝে সর্বোচ্চ অভিজাত শ্রেণির লোক। আর অন্য সকল মানুষ এদের নিম্নশ্রেণির লোক।হাদিসে আলিম আর তালিবে ইলম বলতে যারা আল্লাহ তাআলার জাত, সিফাত, রুবুবিয়্যাতের জ্ঞান এবং দ্বীনী বিষয়ের সঠিক বিদ্যা অর্জন করেন- তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। মূর্খ, জ্ঞানহীন ব্যক্তি, আমলহীন আলিম ব্যক্তি এবং দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন বিদ্যায় বিদ্বান ব্যক্তি উক্ত ফজিলতের যোগ্য নয়।

উপসংহার

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভুত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

বর্তমান সমাজ প্রকৃত শিক্ষা কুশিক্ষার দিকে ধাবমান। সন্তান পিতা-মাতাকে, পিতা-মাতা সন্তানকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে অপমান-অপদস্ত করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। মুসলিমরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রতিটি জায়গায় নিপীড়নের শিকার। পৃথিবীতে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর প্রকৃত কারণ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যদি প্রকৃত শিক্ষা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে সমন্বয় করা হয় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই আসুন! অভ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করি এবং আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

রেফারেন্স

১.তালিবে ইলমের জীবন গঠন
মাওলানা ইব্রাহিম খলিল
২.ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফজিলত
মুফতি মোহাম্মদ আল-আমীন নূরী
৩. কিতাবুল ইলম
মুহাম্মদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমিন
৪.কুরআন ও হাদীসের আলোকে
ইলম ও আলিমের ফজিলত
মাওলনা সাদেক কাসেমি
৫.https://www.alkawsar.com/bn/article/2700/

৬.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://at-tahreek.com/article_details/11688&ved=2ahUKEwiJtoHHhYOKAxUfTmwGHe9BMcIQFnoECB8QAQ&sqi=2&usg=AOvVaw02Jq130nvUB3jkMPaifVb3
৭.Alkawsar
https://www.alkawsar.com
ইলম তলবের গুরুত্ব, ফযীলত ও আদব